

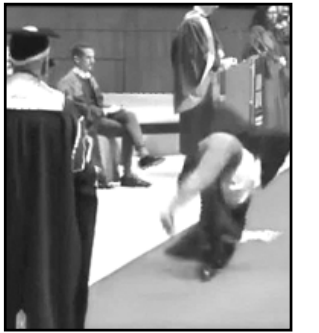


বিজেপি
নেতার
দাদাগিরি
কর্নাটকে মহিলাকে
কটু মন্তব্য করে
বিতর্কে জড়ালেন
বিজেপি সাংসদ
পৃষ্ঠা ৫



কলকাতা সংস্করণ

অভিনব
সমাবর্তন
অভিনব কায়দায়
সমাবর্তন
উদযাপন করলেন
চিনা ছাত্রী চেন
ইয়িং
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৫১ সংখ্যা □ ১১ মার্চ, ২০২৩ □ ২৬ ফাল্গুন ১৪২৯ □ শনিবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 151 • 11 March, 2023 • Saturday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017



শুক্রবার ধর্মঘটের পর : (বাস্তব থেকে) কলকাতার রাজপথে যুক্ত কমিটির মিছিল। খাদ্য ভবনের বাইরে কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিক্ষোভ। শুশনশান খাদ্য ভবন।

ফটো : দিলীপ ভৌমিক ও পূর্বাদ্রি দাস

৫ এপ্রিল যৌথ মঞ্চের সংসদ অভিযানের ডাক রাজ্য সরকারি কর্মী ও শিক্ষকদের সর্বাধিক ধর্মঘট

স্টাফ রিপোর্টার : তৃণমূল সরকারের রক্তচক্ষু, আদেশনামা, দমননীড়, ভয়-ভীতি উপেক্ষা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যৌথ মঞ্চ ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকা ধর্মঘট সার্বিকভাবে সফল হয়েছে। ৯৫ শতাংশ কর্মচারীরা অফিস আসেননি। ৫ শতাংশ যে কর্মচারীরা আসেন তাও ছিল জরুরি পরিষেবা ক্ষেত্রে। সেখানে আমরা বাধা দিইনি। বরং সহযোগিতা করেছি। শুক্রবার কলকাতা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি করলেন যৌথ মঞ্চের নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ বলেন, এরপরেও যদি ডিএ প্রদান সহ অন্যান্য দাবি পূরণ না হয় আমরা সামনের ৫ এপ্রিল সংসদ অভিযান করব। সব ভয় উপেক্ষা করে আমরা সেখানে ধর্না দেব। একদিকে আইনি লড়াই চলবে, অন্যদিকে রাস্তায় থাকব। এবার আন্দোলনের গন্তব্যস্থল হবে রাজধানী দিল্লি। সরকারি কোষাগার ঘাঁরা লুট করছে, তাঁদের হুমকি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে মানুষ জাগছে, প্রস্তুত হচ্ছে। আজ যারা প্রাপ্য ডিএ-র দাবিতে ধর্মঘট করলেন, তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন

সিপিআই রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি এবং সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। শুক্রবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি মহম্মদ সেলিম এই অভিনন্দন জানান। আর, কলকাতায় দলীয় সভা থেকে একথা জানান স্বপন ব্যানার্জি। এদিন যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে আরও বলা হয় যে, এই দেউলিয়া সরকার যদি আমাদের বকেয়া ডিএ না দেয়, তাহলে আমরা সরকারি কর্মচারীরা পাল্টা অর্থ ফেরত দিয়ে তৃণমূল সরকারের মুখে বামা ঘষে দেব। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে যৌথ মঞ্চের পক্ষে ছিলেন যুক্ত কমিটির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ত্রিপাঠী, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্কেত চক্রবর্তী, জয়েন্ট কাউন্সিলের সুমন মৈত্র, এবিটিএ-র মোহনদাস পণ্ডিত প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের এই যৌথ মঞ্চের ডাকা ধর্মঘট সফল হওয়ার কারণ, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন,

সমস্ত গণসংগঠন, সাধারণ মানুষ আমাদের আন্তরিকভাবে সমর্থন দিয়েছেন। সমস্ত অংশের সরকারি কর্মচারীরা ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যৌথ মঞ্চ ছিল ৪০টি সংগঠনের একটি মঞ্চ। এছাড়া আরও কিছু সংগঠনের মঞ্চ যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ শহিদ মিনার ময়দানে অনশন করছে একই দাবিতে। আমরা তাদেরকে সংহতি জানিয়েছি। তারাও আমাদের আন্তরিকভাবে সমর্থন দিয়েছে। বাম আমলে সরকারি কর্মচারীরা যে অধিকার পেয়েছিলেন আজ তা হারিয়ে গেছে। একজন সরকারি কর্মচারীর ডিএ পাওয়া কোনও ভিক্ষা নয়। এটি একটি সাংবিধানিক অধিকার। শূন্যপদে নিয়োগ, সমকাজে সমজুরি, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ—এগুলো তো ন্যায় দাবি। আর এগুলির জন্য বিধানসভা অভিযান, বৃহত্তর মিছিল, জেলায় জেলায় আন্দোলন শেষে আজ ধর্মঘট। এটি ধর্মাত্মক সর্বাধিক হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ-অফিস আদালত সবক্ষেত্রেই কাজ বন্ধ ছিল। আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন করব। ধর্মঘট ভাঙার নানান চেষ্টা হয়েছে।

তৃণমূলের গুণ্ডারা এলাকায় ভয়-ভীতি দেখিয়েছে। তারপরও যড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে ধর্মঘটের সাফল্যের প্রচার করতে এদিন ধর্মতলা থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত এক বিশাল মিছিল হয়। মিছিল ধর্মতলার লেনিন মূর্তির পাদদেশে থেকে শুরু হয়। তারপর মিছিল লেনিন সরণি, ওয়েলিংটন মোড়, নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট, বটবাজার মোড়, কলকাতা মেডিকেল কলেজ হয়ে কলেজ স্কোয়ারে পৌঁছয়। মিছিলে পা মেলান যুক্ত কমিটির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তাপস ত্রিপাঠী, সংগঠনের নেতা-নেত্রী যথাক্রমে জয়দেব মুখার্জি, ধৃতিমান দত্ত, গীতশ্রী ব্যানার্জি, তালিবুল ইসলাম ও রুহিদাস সাহারায় এবং বিটিইএ-র নেতা স্বপন মণ্ডল। এছাড়া যৌথ মঞ্চের বিভিন্ন সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এদিকে সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট সর্বাধিক সফল হওয়ার জন্য সরকারি কর্মচারী সহ সমস্ত ক্ষেত্রের

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফের কেন্দ্রীয় এজেন্সির নিশানায় বিরোধী শিবির

এবার তেজস্বীর বাড়িতে ইডি

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : ‘জমির বিনিময়ে চাকরি’ অভিযোগ তুলে আরজেডি নেতা তথা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের দিল্লির বাড়িসহ ১৫টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। চলতি সপ্তাহেই এই মামলায় আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ এবং তাঁর স্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। লালু এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়েছিল। এ বার আর এক কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি নিশানা করল লালু-রাবড়ি পুত্র তেজস্বীকে। একই অভিযোগের মামলায় আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ, তাঁর স্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী-সহ মোট ১৬ জন

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সমন জারি করেছিল দিল্লির রাউন্স অ্যান্ডিনউ আদালত। সিবিআইয়ের পেশ করা চার্জশিটের ভিত্তিতে আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে লালুদের জবাব তলব করা হয় ওই সমনে। তার পরেই নতুন করে সক্রিয়তা শুরু করেছে সিবিআই এবং ইডি। অসুস্থ লালু এবং তাঁর কন্যা মিসাকে গত মঙ্গলবার এই মামলায় সিবিআই টানা ৫ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। সোমবার পাটনায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল রাবড়িকে। রবিবারই সিবিআই এবং ইডির মতো সংস্থাকে অপব্যবহার করার অভিযোগ তুলে মোদিকে চিঠি দেন রাবড়ি-পুত্র তেজস্বী-সহ ৯ জন বিরোধী নেতানেকত্রী। ঘটনাচক্রে তার পরই রাবড়ির বাড়িতে হানা দিল সিবিআই।

সুকন্যা-সহ ১২জনকে দিল্লিতে তলব ইডির

বিশেষ সংবাদদাতা : হেফাজত শেয়ে অনুব্রত মণ্ডলকে শুক্রবার রাউন্স অ্যান্ডিনউ আদালতে পেশ করা হল। জা গিয়েছে, অনুব্রত মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এক বাঙালি অফিসার। তারপর অনুব্রত মণ্ডলের সিনিয়র আইনজীবী মুদিত জৈন কেপ্টর সঙ্গে দেখা করলেন এক বাঙালি মহিলা আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে। ওই মহিলা আইনজীবীর নাম সম্পূর্ণা ঘোষা। তবে ১১ দিনের ইডি হেফাজত দেওয়া হয়েছে বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতিকে। তার মধ্যেই অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল-সহ মোট ১২ জনকে সমন পাঠান ইডি। তাঁদের আগামী ১১ দিনে নয়াদিল্লিতে গিয়ে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে বলে খবর। এদিকে অনুব্রত মণ্ডলের মুখোমুখি বসিয়ে

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

এবার গ্রুপ সি’র ৮৪২ জনের চাকরি বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : গ্রুপ ডি-র পর এবার গ্রুপ সি। ওই কাটাগরিতে মোট ৮৪২ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অজিতজি গঙ্গোপাধ্যায়। আগামীকাল বিকাল ৩টের মধ্যে পর্যদকে চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। তিনি গ্রুপ সি পদে কর্মরত ৭৮৫ জনের চাকরির সুপারিশপত্র বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া সুপারিশপত্র ছাড়া নিয়োগ পাওয়া ৫৭ জনের চাকরি বাতিলের জন্য পর্যদকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এর আগে সুপারিশপত্র ছাড়া চাকরি দেওয়া হয়েছে এমন ৫৭ জন গ্রুপ-সি কর্মীর তালিকা দু’ঘণ্টার মধ্যে পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন

বিচারপতি। এসএসসি কর্তৃপক্ষ সেই তালিকা পেশ করার পর ওই ৫৭ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে সুপারিশপত্র পাওয়া ৭৮৫ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন তিনি। বিচারপতি স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে জানতে চান, সুপারিশ করা হয়েছে, এমন কতজনের ওএমআর শিটে কারচুপি হয়েছে? জবাবে এসএসসি-র আইনজীবী বলেন, ৭৫৮ জনের সুপারিশ করা হয়েছিল, যাদের ওএমআরে কারচুপি হয়েছে। এরপরই বিচারপতি বলেন, তাহলে এই প্রার্থীরা কি চাকরি করতে পারেন? বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, যাঁদের নাম

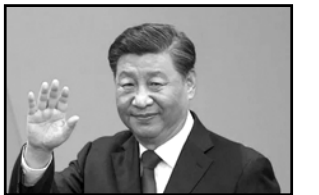
২ পৃষ্ঠায় দেখুন

কবিতার অনশনে সিপিআই নেতার মহিলা আসন সংরক্ষণ দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : সংসদে ৩৩ শতাংশ মহিলাদের আসন সংরক্ষিত করার দাবিতে ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নেত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ কব্জকুন্তলা কবিতা শুক্রবার দিল্লির যন্ত্রমন্ত্রের নিচে শুক্রবার একদিনের প্রতীকী অনশন করেন। তার সঙ্গে যোগ দেন সিপিআই-এর অন্যতম জাতীয় সম্পাদক কে নারায়ণা এবং দিল্লির রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক দীনেশ ভার্শনে। মহিলাদের এই ন্যায্য দাবিটি উত্থাপন করার জন্য নারায়ণ শ্রী কবিতাকে অভিনন্দন জানান। সিপিআই নেতা কবিতার হাতে প্রয়াত গীতা মুখার্জির একটি ছবি তুলে দিয়ে বলেন, এই সংরক্ষণের প্রস্তাব সংসদে আগেও উঠেছিল। তখন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গীতা মুখার্জির সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সেই কমিটি

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার কাছে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এসব অনেক আগেকার কথা। কিন্তু এখনও সেই রিপোর্টের সুপারিশ কার্যকর করা হয়নি। সেকারণে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের দাবিটি অপূর্ণ থেকে গেছে। নারায়ণা বলেন, এখন ভারত জি ২০ সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলির চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছে। এই সম্মেলনের অন্যতম কর্মসূচি হল নারীর ক্ষমতায়ন। সুতরাং এবার মোদিজি কী সিদ্ধান্ত নেবেন। আশা করা যায় এবার তাকে কোন সদর্থক ভূমিকায় দেখা যাবে। কব্জকুন্তলা কবিতাও তার ভাষণে সিপিআই নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান। প্রসঙ্গত, নারায়ণের হাত থেকে লেবুর রস খেয়ে অনশনভঙ্গ করেন তিনি। (আগের খবর ৫ পৃষ্ঠায়)

শি টানা তিনবার চিনের প্রেসিডেন্ট



বেজিং, ১০ মার্চ : টানা তৃতীয় মেয়াদের জন্য চিনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন শি চিন পিং। শুক্রবার দেশটির পার্লামেন্ট সর্বসম্মতভাবে তাঁকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। শি’র তৃতীয় দফায় চিনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টিকে ঐতিহাসিক হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে তিনি চিনে কয়েক প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা হলেন। গত বছরের অক্টোবরে ক্ষমতাসীন চিনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপি) প্রধান হন শি। তখন তিনি আরও পাঁচ বছরের জন্য দলের সাধারণ সম্পাদকের পদ পান। ফলে তিনি যে আরেক দফায় পাঁচ বছরের জন্য চিনের প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন, তা অনেকটাই অনূমিত ছিল। ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস (এনপিসি) পার্লামেন্টে শুক্রবার প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে ভোটভূটি হয়। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে মাত্র ১৫ মিনিটে ভোট গণনা শেষ হয়। ভোটে এনপিসির প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি সর্বসম্মতিক্রমে ৬৯ বছর বয়সী সিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। তবে শি’র কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। একই সঙ্গে শিকে চিনের কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনেরও প্রধান হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত করেছে এনপিসি। চিনের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লি কিয়াংকে এনপিসি নিয়োগ দিতে যাচ্ছে।



বিজেপি’র সন্ত্রাসে ক্ষতবিক্ষত ত্রিপুরার দুদিনের সফরে শুক্রবার বাম-কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতৃত্বে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ও সিপিআই নেতা বিনয় বিশ্বমকে দেখা যাচ্ছে।



ফটো : নিজস্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ : ত্রিপুরায় হাদ্ধামা কবলিত এলাকাগুলি শুক্রবার বাম ও কংগ্রেসের এক যৌথ সংসদীয় দল পরিদর্শন করে। ৮ সদস্যের ওই দলে নেতৃত্ব দেন সিপিআই নেতা বিনয় বিশ্বম। আশ্চর্য হল, তারা উপক্রান্ত নেহাচন্দ্র বাজারে গেলে সেখানে বিজেপি’র সমর্থক দুর্বৃত্তরা তাদের উপর হামলা করে। সাংসদদের একটি গাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। সংসদীয় দলে

আছেন সিপিআই সাংসদ বিনয় বিশ্বম, সিপিএম সাংসদ টি আর নটরাজন, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, সিপিআই নেতা মিলন বৈদ্য এবং সিপিএমের পবিত্র কর, কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্পাদক বীরজিং সিনহা এবং এআইসিসি’র সচিব অজয় কুমার। জানা গেছে, সংসদীয় দলের সদস্যরা এদিন পশ্চিম ত্রিপুরার দুর্গাবাড়ি, গাঙ্গিগ্রাম, নরসিঙ্গার, উষাবাজার, বড়জলা

এবং লক্ষ্মামুড়ার হাদ্ধামা কবলিত এলাকাগুলি সফর করেন। আগামীকাল তারা যাবেন জিরানিয়া, আরালিয়া এবং চম্পামুড়ায়। এই সব এলাকায় বহু বাম কর্মী ও সমর্থক বিজেপির দুর্বৃত্তদের হামলায় ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন পাটি অফিসে। এদের সঙ্গে সংসদীয় প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

ভিতরের পাতায়

□ পোস্টারকাণ্ডে এখনও অথরা দুষ্টুত্বীরা। পৃষ্ঠা : ২ □ গোমাংস বহনের সন্দেহে মুসলিমকে পিটিয়ে খুন। পৃষ্ঠা : ৫ □ মালয়েশিয়ায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। পৃষ্ঠা : ৭

অফিসে ঢুকে আধিকারিককে মারধর তৃণমূল নেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা : একদিকে ডিএ–র দাবিতে যখন শুক্রবার ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন সরকারি কর্মচারীরা, তখন এদিন আচমকা দিনহাটার এক স্থলে ঢুঁ মারতে দেখা গিয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে। হাজিরা খাতা হাতে তুলে নিয়ে ধমকও দিয়েছেন স্থুলের শিক্ষকদের। এরইমধ্যে হুগলিতে অফিসে ঢুকে তৃণমূল নেতার দাদাগিরিতে আতঙ্ক সরকারি অফিসে। রেভিনিউ অধিকারিকের জামার কলার ধরে মারধর, হেনস্থা ও অফিসের আসবাবপত্র ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে গোষাট ২ নম্বর ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূল ব্লক সভাপতি। অভিযোগের তীব্র এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন খানের দিকে। যদিও শাহাবুদ্দিন খান তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর স্পষ্ট কথা, কিছুই হয়নি। সব ফালতু কথা। আমার সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছে।

অভিযোগ, শুক্রবার দুপুরে হঠাৎই ওই তৃণমূল নেতা সরকারি অফিসে ঢুকে তাঁর মিউটেশন সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তিতত্ত্ব করতে শুরু করেন। কিন্তু, তাঁকে রেভিনিউ আধিকারিক সোম শেখর সরকার জানিয়ে দেন এখনও তাঁর হেয়ারিংয়ের তারিখ আসেনি। তিনি স্পষ্ট বলেন, যেদিন হেয়ারিংয়ের তারিখ সেদিনই আসবেন। কাজ তখনই করা হবে। কিন্তু, শাহাবুদ্দিন নাছো। বান্দা। তাঁর দাবি, দেরি করা যাবে না। এখনই করে দিতে হবে কাজ। এই নিয়েই উভয়ের মধ্যে শুরু হয় তর্ক–বিতর্ক। এরপরই সোম শেখরবারুকে ব্যাপক মারধর ও হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। মারধর করার পরেও ক্ষান্ত হননি ওই তৃণমূল নেতা। অফিসের যাবতীয় কাগজপত্র তছনছ করা হয়। ভাঙচুর করা হয় চেয়ার টেবিল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাপানউতড় শুরু হয়ে যায় অফিস চত্বরে। ভয়ে সিঁটিয়ে যান ওই সরকারি আধিকারিক–সহ অন্যান্য কর্মীরা। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন গোষাট ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল ব্লক সভাপতি অরুণ কেওড়া। ইতিমধ্যেই তিনি ঘটনার কথা বিএলআরও–কে বলেছেন বলেও জানিয়েছেন।

একাধিক দাবিতে অ্যাপ ক্যাব চালকদের বিক্ষোভ

অবরুদ্ধ রাসবিহারী মোড়

নিজস্ব সংবাদদাতা : শহরে অ্যাপ ক্যাব চালকদের বিক্ষোভ । ৯০ শতাংশ চালক গাড়ি বিক্ষোভে অবরুদ্ধ রাসবিহারী মোড়। ভাড়াবৃদ্ধি, কমিশন কমানো–সহ একাধিক দাবিতে অ্যাপ ক্যাব চালকদের সিটু

নওদায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বোমে নিহত ১, আহত ১

আনসার মোল্লা, বহরমপুর : মর্শিদাবাদের নওদা থানার মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ডাঙাপাড়া গ্রামে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বোম বাঁধার কাজ করার সময় বোম ফেটে ঘটনাস্থলে নিহত হয় মেজুল মালিথ্যা (৫০) আহত হয় কাবেজুল শেখ (৪৫)। দুজনের বাড়িই ডেঙাপাড়া গ্রামে বলে নওদা থানার ওসি অঞ্জল বর্মন জানান। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে নিয়ে আহতকে উদ্ধার করে বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। গুরুতর অবস্থায় তার চিকিৎসা চলছে। তার একটি হাত উড়ে গিয়েছে। নিহতকে ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করে। অভিযোগে প্রকাশ ওই গ্রামে তৃণমূলের তিনটি গোষ্ঠী রয়েছে। আবদুল শেখের দলের সঙ্গে মৃত মেজুলের গোষ্ঠীকোন্দল দীর্ঘদিনের। কিছুদিন আগেও দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছিল এলাকায়। ঘর ছাড়া অবস্থায় ছিল নিহত ও আহত ব্যক্তি বাড়ি ফিরে এসে তারা বাগান পাড়া কবর স্থান মাঠে বোমা বাঁধার কাজ করার সময় বোমা ফেটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নওদা থানার ওসি অঞ্ল প্রধান জানান, ঘটনার পূর্ণ তদন্তে নামা হয়েছে। পুলিশ তল্লাশিতে আহত ব্যক্তির বাড়ি থেকে ২টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৩ রাউন্ড গুলি দুটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করেছে। সঙ্গে বোমা তৈরির মশলাও মিলেছে। পুলিশ তদন্ত করছে।

রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

বিচারপতির বাড়িতে পোস্টারকাণ্ড এখনও অধরা দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিচারপতি রাজশেখর মাস্তার বাড়িতে পোস্টারকাণ্ডে এখনও দুষ্কৃতীরা অধরা, রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের। এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারেররিপোর্ট তলব প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেষ্টের। গত ৮ জানুয়ারি বিচারপতি রাজশেখার মাস্তার যোধপুরের বাড়ির আশপাশে পোস্টার। বিচারপতির বাড়ির আশপাশে পোস্টার পরার ২ মাস পার হয়ে গেলেও এখনও দুষ্কৃতীরা অধরা। পোস্টার দিল কারা? কোথায় ছাপানো হয়েছিল? তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ। প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ আইনজীবী শামিম আহমেদের মামলা দায়েরের অনুমতি। প্রসঙ্গত, পোস্টারকাণ্ডর কয়েকদিন পরই গত ১৭ জানুয়ারি বিচারপতি রাজশেখর মাস্তার আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মামলায়, বিচারপতি টি এস শিবাগননম, বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাসের বেষ্ট পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছিল, বিচারপতির বাড়ির আশেপাশে এবং হাইকোর্ট চত্বরে লাগানো পোস্টার ছাপানোর জন্য কে বা কারা বরাত দিয়েছিল, তা খুঁজে বের করতে হবে। তিন বিচারপতির বৃহত্তর বেষ্টে গত মাসের শুরুতে জমা পড়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট। বিচারপতি টি এস শিবাগননাম যা নিয়ে সাক্ষ বলেছিলেন এই রিপোর্টে আমরা সম্ভূত নই। তারপর তিনি রিপোর্ট পড়ে জানান, কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের এলাকায় ২৫০টির বেশি ছাপাখানা রয়েছে। সিপি রিপোর্টে জানিয়েছেন, ৩৯টি ছাপাখানার মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। বিচারপতি বলেন, সিপি–র রিপোর্টে বলা হয়েছে, পোস্টারের কালি ও কাগজ সিএফএসএল কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সিএফএসএল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, পোস্টার এবং কালি থেকে ছাপাখানা শনাক্ত করার পরিকার্যামো তাদের নেই। যা নিয়ে হয় তুমুল শোরগোল। প্রসঙ্গত ৮ জানুয়ারি রাতে বিচারপতি মাস্তার বিরুদ্ধে কুরুচিকর পোস্টার দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন উঠছে, তারপর মাস দুয়েক কেটে গেলেও, কেন কোনও অভিব্যক্তকে প্রেফতার করতে পারল না পুলিশ? কেন সিসিটিভি ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও অভিব্যক্তদের খুঁজে বের করা যাচ্ছে না ? কিছুদিন আগে কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী কৌন্তভ বাগচীকে প্রেফতার করার পর সওয়াল–জবাবের মাঝেও উঠে এসেছিল পোস্টারকাণ্ডের প্রসঙ্গ। যেখানে কৌন্তভের হয়ে সওয়াল করার মা্নে আদালতে দাঁড়িয়ে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছিলেন, মহামায়া হাইকোর্টের বিচারপতির বাড়িতে পোস্টার দেওয়া দুষ্কৃতীদের পুলিশ এতদিনেও ধরতে পারে না, আবার তারাই বাড়তি উৎসাহ–উদ্যমে কারোর বক্তবোর ব্যাখ্যা প্রেক্ষিত না বুকেই মাঝরাতে বাড়িতে গিয়ে তুলে নিয়ে আসে। প্রেফতার করে।


 শুক্রবার রাজপথে নেমেছিলেন ছাত্ররা ও অধ্যাপকেরাও । (বাদিকে) বিক্ষোভকারী এসএফআই কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। (ডানদিকে) ওয়েবকিউটার মিছিল। ফটো : কালান্তর

রাজপথে অধ্যাপক সমিতি

স্টাফ রিপোর্টার : বকেয়া ডি.এ. এবং স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে ১০ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সারা রাজ্যে অর্ধদিবস কর্মবিরতির ডাক দেয়। শুক্রবারের এই কর্মসূচিতে রাজ্যব্যাপী কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষকরা স্বতচ্ছূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সমিতির নেতৃত্ব সহ সদস্যবৃন্দ একই দাবিতে শুক্রবার অবস্থানরত বন্ধুদের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে বিকেল ৩–৩০ মিনিটে ধর্গামঞ্চ পৌঁছায়। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শুভোদয় দাশগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কেশব ভট্টাচার্য আন্দোলনরত নেতৃব্দের সাথে দেখা করেন এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ভট্টাচার্য আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন, ভবিষ্যতেও এই আন্দোলনের সাথে অধ্যাপক সমিতি থাকবে। এরপর উপস্থিত সকলে একই লক্ষ্যে আরো কিছু সংগঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধর্মতলা থেকে কলেজ স্লোরার পর্যন্ত মিছিলে অংশগ্রহণ করে। মিছিল শেষে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শুভোদয় দাশগুপ্ত শুক্রবারের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে ন্যায় এই দাবি না মেটা পর্যন্ত রাষ্ট্রায় থাকার অঙ্গীকার করে আজকের কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রেফতার শাস্তনু

বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার : নিয়োগ দ্ব্নীতি মামলায় প্রেফতার শাস্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, কুল্লর যোষ ঘনিষ্ঠ শাস্তনু হুসলি জেলা পরিষদের স্বাস্থ কর্মাধ্যক্ষ। শুক্রবার শাস্তনুকে ইন্ডির দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। ৭ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে প্রেফতার করা হয় তাঁকে। শাস্তনুর কাছে নিয়োগ দ্ব্নীতির টাক্স যেত বলেই খবর। তাঁর হুগলির বলাগাড়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল অ্যাডমিট কার্ডও। এদিন জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর কথায় বেশ কিছু অসঙ্গতি পান তদন্তকারীরা। এরপরই প্রেফতারের সিদ্ধান্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাবের অসঙ্গতি রয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে।

ভোজ্যতেলের ট্রাক ওল্টানো জাতীয় সড়কে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জাতীয় সড়কে উলটে গেল ভোজ্যতেল বোঝাই ট্রাক। ঘটনায় দুজন জখম হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে হলদিয়ার মেসো জাতীয় সড়কে। এদিন ট্রাক উলটে যাওয়ার পরে ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে তেল কুড়োতে গিয়ে ছুড়োছড়ি শুরু হয়ে যায় স্থানীয়দের মধ্যে। ঘটনায় যান চালাচল বেশি কিছুক্ষণ ধরে বাহত হয়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে স্বাভাবিক হয়নি যান চালাচল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোজ্য তেলে বোঝাই ওইট্রাক হলদিয়া যাওয়ার পথে মেসো ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ফতেপুরের কাছে উলটে যায়। এই ঘটনায় ট্রাকের চালক এবং খালাসি আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পরে তড়িঘড়ি স্থানীয়ারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসে পুলিশ। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে নন্দকুমারের খেজুরবেরিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, জাতীয় সড়ক ধরে ট্রাকটি হলদিয়ার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ফতেপুর এলাকায় ট্রাকটি নিবন্ধন হারিয়ে উলটে যায়। ট্রাকে ভোজ্যতেল ভরতি থাকায় দুর্ঘটনার পরেই রাস্তার উপরে তেল ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে, এই ঘটনার পর সেখানে ছুটে আসেন এলাকার মানুষ। তারা তেল সস্ত্রহ করতে শুরু করেন। পরে পুলিশ এসে ট্রাকটিকে সরিয়ে নেয়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় গাড়ি চালক এবং খালাসি আহত হয়েছে। তাদের দুজনকে তৎপরতার সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তারা সুস্থ রয়েছেন। অন্যদিকে, ট্রাক থেকে ভোজ্যতেল রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়ে। সকালের আলো ফুটে উঠেইে এলাকার মানুষ খবর পেয়ে তেল সস্ত্রহ শুরু করেন সেখানে গিয়ে। এর ফলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। পরে পুলিশ এসে ট্রাকটি সরিয়ে নিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং যান চালাচল স্বাভাবিক হয়। ঘটনায় আহত গাড়ির চালক ও খালাসিকে প্রথমে নন্দকুমারের খেজুরবেড়িয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।


 শুক্রবার রাজপথে নেমেছিলেন ছাত্ররা ও অধ্যাপকেরাও । (বাদিকে) বিক্ষোভকারী এসএফআই কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। (ডানদিকে) ওয়েবকিউটার মিছিল। ফটো : কালান্তর

রাজ্য সরকারি কর্মী ও শিক্ষকদের সর্বা্ত্মক ধর্মঘট

১ পৃষ্ঠার পর মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এআইসিসিটিইউ–এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব বসু। তিনি বলেন, রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জির মিথ্যাচার ও হুমকিকে উপেক্ষা করেই এই ধর্মঘট সর্বত্রই সফল হয়েছে। ৯০ শতাংশ কর্মচারী এই ধর্মঘটে সামিল হন। তাদের ডিএ প্রদান সহ দাবিগুলি ন্যায়্য। এদিকে রাজ্যের সঙ্গে মর্শিদাবাদ জেলাতেও সরকারি কর্মচারীদের কর্মবিরতি পালন হল। জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি অফিস, আদালতের কর্মীরা এই ধর্মঘটে সামিল হন। তাতে শাসকদলের কর্মচারী সংগঠনের কর্মীরা সকলে এই ধর্মঘটে সামিল না হলেও তাদের একাংশ এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছেন।

নিটিইএ–র অভিনন্দন : সরকারি কর্মচারী শ্রমিক শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীরা যে সমস্ত রকম ভয়–ভীতি উপেক্ষা করে ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন তাতে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল মাসান্ত সমস্ত ধর্মঘটাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক শিক্ষা কর্মীদের এত সফল ধর্মঘট গত কয়েক দশকে দেখা যায়নি। তিনি আরও জানান যে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন শিক্ষক শিক্ষাকর্মী কর্মচারী এবং সমাজের অন্যান্য মানুষ কাজের বদলে ছুটিকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তাই তিনি বেশিদিন ছুটির অজুহাতে ডিএ না দেওয়ারে সঠিক ভানেন। আবার ১০৫ শতাংশ দেওয়া হয়েছে এ কথা সবাইকে বিশ্বাস করতে বলেন।

কলকাতা পুলিশ পেল নতুন গোয়েন্দা প্রধান

রাজ্য পুলিশে এবার ব্যাপক রদবদল

নিজস্ব সংবাদদাতা : পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে বড় রদবদল ঘটল রাজ্য পুলিশে। ৫১ জন আইপিএস অফিসারকে বদলি করার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে কলকাতা পুলিশের নতুন গোয়েন্দা প্রধান করা হয়েছে শঙ্খুশুভ চক্রবর্তীকে। এতদিন পর্যন্ত গোয়েন্দা প্রধান ছিলেন মুরলীধর শর্মা। তাঁকে এবার অতিরিক্ত কমিশনার করে দেওয়া হয়েছে। আর নতুন যুগ্ম কমিশনার (সদর) পদে নিয়ে আসা হচ্ছে সন্তোষ পাণ্ডেকে। আর জ্ঞানবন্ত সিং এসটিএফের এডিজি পদ থেকে সমস্ত বাহিনীর এডিজি পদে বদলি হচ্ছেন। তবে নতুন এডিজি এসটিএফ হলেন সঞ্জয় সিং। স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করে বদলির কথা জানানো হয়েছে। এদিকে নতুন জয়েন্ট সিপি ট্রাফিক হলেন রূপেশ কুমার। কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হলেন শুভঙ্কর সিনহা সরকার এবং কল্যাণ মুখোপাধ্যায়। জ্ঞানবন্ত সিংকে তুলনামূলক কম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার বিধানগরের ডেপুটি কমিশনার প্রবীণ প্রকাশকে বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং জেলার পুলিশ সুপার করা হয়েছে প্রবীণকে। দদলানো হয়েছে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপারকেও। সেখানকার এসপি ধৃতিমান সরকারকে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

চাকরি বাতিল

১ পৃষ্ঠার পর এই বাতিলের তালিকায় রয়েছে, তাঁরা শুক্রবার থেকে স্থলে ঢুকতে পারবেন না। শনিবার দুপুর তিনটের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এসএসসিকে চাকরি বাতিলে কথা জানাতে হবে। ওই ব্যক্তির স্থুলের কনকন ও কাজে যুক্ত থাকতে পারবেন না বলে বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তাদের বেতন ফিরত দিতে হবে কি না সে ব্যাপারে কিছু জানাননি।



শুক্রবার রামমোহন মঞ্চে প্যালেস্তাইনবাসীর পাশে পশ্চিমবাংলা শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের একাংশ।

 ফটো : নিজস্ব

কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৫১ সংখ্যা □ ২৬ ফাল্গুন ১৪২৯ □ শনিবার

গর্ভ সংস্কার

বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার উচ্চতম ক্ষেত্র। আরএসএসের মহিলা শাখা সম্বর্ধিনী ন্যাস সে কারণেই হয়তো তাঁদের বার্তা পৌঁছে দিতে দিল্লির জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণটি বেছে নিয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতিকে তাঁরা যেভাবে গড়ে তুলতে চায় এবং তার বীজ মানুষের স্বভাবের একেবারে গভীরে প্রোথিত করতে চায়, তার লক্ষ্য ও কর্মসূচি তাঁরা প্রকাশ করেছে। আরএসএসের সাংস্কৃতিক চিন্তা দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশ কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে খুঁজতে অন্য রাজ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথের সুপ্তের বিশ্বভারতীই আছে চোখের সামনে। শান্তিনিকেতনে এখন অশান্তির আগুন। কোনটি ভারতীয় সংস্কৃতি আর কোনটি নয়, সন্দেহে ফতোয়া জারি করে তা জানাচ্ছেন আরএসএস ও হিন্দু মহাসভার নেতা, অনুগামীরা। তাঁদের কাক্ষিক্ষিত সংস্কৃতির ভিত্তি গর্ভস্থ শিশুর মধ্য দিয়ে বিস্তারের চিন্তায় তাঁরা মগ্ন। আরএসএসের বরিষ্ঠ নেতা এমনও অভিমত প্রকাশ করেছেন সকল অত্রাঙ্গণ রমণীর গর্ভের প্রথম সন্তানটি অবশ্যই ব্রাহ্মণ কর্তৃক উৎপাদিত হওয়া উচিত। ভাবা দরকার, ভারতবর্ষকে অবৈধ সন্তান উৎপাদনের কারখানা বানাবার এমন কুসি ভাবনা যাদের মাথায়, ভারতীয় সংস্কৃতি কি আদৌ তাদের হাতে সুরক্ষিত?

সম্বর্ধিনী ন্যাস নিয়ে এল নতুন পরিকল্পনা— যার নাম গর্ভ সংস্কার। গর্ভস্থ জ্রণ পরিশোধনের অভিনব উদ্যোগ। শোধনসম্পন্ন হবে সংস্কৃত মন্ত্র, গীতা আর রামায়ণের সাহায্যে। গর্ভবতী মাকে এগুলি নিয়মিত পাঠ করে শোনাতে পারলে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ তো হবেই, সন্তানের ডিএনএ অবধি পাল্টে দেওয়া যেতে পারে বলে সম্বর্ধিনী ন্যাসের দাবি। গর্ভস্থ সন্তান শুনতে পায় কিনা এ নিয়ে সংশয় প্রকাশের অবকাশ নেই। মহাভারতে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর কাহিনী লোকবিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে আছে। অবিশ্বাসীর তিরস্কৃত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। গর্ভ সংস্কারের এই প্রক্রিয়ায় প্রতি গর্ভে রামের মতো সন্তান জন্মাবে বলে ন্যাস প্রচার করবে। কন্যা কি তাহলে হবে না, হলে কার মতো হবে? নারী হয়েও ন্যাস সদস্যরা সে বিষয়ে নীরব। এই ভাবনায় কন্যা অবাক্তিত এবং নারী সমাজ যে অবমানিত, ধর্মমোহে আচ্ছন্ন নারীরাই তা বুঝতে অক্ষম। হিন্দুত্ববাদীরা অলীক ভাবনার ফেরিওয়ালা। ব্রাহ্মণ্যবাদ আগ্রাসী অহমিকা ও শোষণসূখের জন্ম দিতে পারলেও, সাম্য, বিজ্ঞানচেতনা ও মহোত্তম মানবিক গুণ অর্জনের পরিপন্থী। ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে নন্দিত গৌতম বুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক, আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের শিরোপা বি আর আম্বেদকরের, পাতিত্রতা ও জনকল্যাণী ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ নারী সাবিত্রীবাই ফুলে। এঁরা কেউই ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার ফসল নন, বরং তার বাধার প্রাচীর ভেঙেই এঁদের উত্থান। বাংলার নবজাগরণের মনীষীদেরও এমন বাধা ভাঙতে হয়েছে। গর্ভ সংস্কার সেই বাধাকেই মজবুত করবে। বাস্তবে ভাবা দরকার মায়ের মুখে অন্ন, সঠিক পরিচর্যার সঙ্গে ওষুধ, পরিবারের জীবিকার নিশ্চয়তা, নারী-সহ বালিকাদের নিরাপত্তার কথা। এদেশে ৫৭ মহিলা রক্তক্ষতায় ভোগেন। শিশু মৃত্যু রোখার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার মতো দেশ ভারতের থেকে এগিয়ে। তন্ত্র-মন্ত্রে, গীতা, রামায়ণ পাঠে এসবের প্রতিকার মিলবে না। মহিলাদের গর্ভের সংস্কার নয়, মনুবাদীদের চিন্তা ও চরিত্রের সংস্কার আগে দরকার।

অনুব্রতকে সিবিআই- ইডি জেরার ফল নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব

ভাষ্যকার

তিনি পশ্চিমবঙ্গের কোনও মন্ত্রী নন, এমনকি এমপি বা এমএলএ-ও নন। তবুও বীরভূম জেলার তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডলকে দিল্লিতে নিয়ে আসাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যেন তুলকালাম পড়ে গেছে। গত বছরের ১১ আগস্ট এই অনুব্রত মন্ডলকেই একগুচ্ছ দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই। পরে তাকে পাঠানো হয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইউ-র হেফাজতে। গ্রেপ্তার হওয়ার প্রায় সাত মাস পর মঙ্গলবার গভীর রাতে তাকে অবশেষে দিল্লিতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে ইডি। কিন্তু প্রশ্ন হল, দিল্লিতে কি তিনি জেরার মুখে এমন কিছু ফাঁস করতে পারেন যা তিনি এদিন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বলেননি? অনুব্রত মন্ডল তার বিরুদ্ধে এই সব মামলায় ‘রাজসাক্ষী’ বা অ্যাপ্রভার হবেন কি না তা নিয়েও জল্পনা চলছে বিস্তর। এবং সবচেয়ে বড় কথা, গরু-কয়লা-বালি পাচারের মাধ্যমে তিনি যে কোটি কোটি টাকা বানিয়েছেন বলে অভিযোগ, তার ভাগ কোথায় কোথায় যেত সে ব্যাপারে তিনি মুখ খোলেন কি না গোটা রাজ্য সে দিকেও অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে।

বোলপুরের বাজারে সামান্য একজন মাছ বিক্রেতা থেকে অনুব্রত মন্ডল যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে একটি সাড়াজাগানো নাম হয়ে উঠেছেন, সেই কাহিনি গল্প-উপন্যাসকেও হার মানায়। এই রাজনৈতিক যাত্রায় অনুব্রত বরাবর তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ ও প্রশ্রয় পেয়ে এসেছেন, যিনি তাকে সব সময় তার ডাক নাম ‘কেপ্ট’-তেই সম্বোধন করে থাকেন। এমন কী কেপ্ট-র চরম বিতর্কিত কার্যকলাপকেও তিনি ওর মাথায় একটু অক্লিঞ্জন কম যায় বলে স্নেহের সুরে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন। উল্টোদিকে অনুব্রত মন্ডলও এককালে বামপন্থীদের বীরভূম জেলাকে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত গড় হিসেবে গড়ে তুলেছেন। পাঁচ বছর আগে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বীরভূমে বিরোধীরা যে কার্যত প্রার্থীই দিতে পারেনি, সেটাও ছিল মূলত অনুব্রত মন্ডলের ভয়েই। নিজের এলাকাকে তিনি কার্যত বিরোধীশূন্য করে তুলেছিলেন। বিরোধীদের ‘গুড়-বাতাস’ বা ‘নকুলদানা’ খাওয়ানো, চড়াম চড়াম’ শব্দে ঢাক বাজানো — রাজ্য



মমতা ব্যানার্জির সভায় অনুব্রত মন্ডল (দ্বিতীয় সারিতে বামদিক থেকে প্রথমে)

রাজনীতিতে এই সব শব্দবন্ধও অনুব্রত মন্ডলেরই অবদান, যেটা বিরোধীদের বুকে তার একটা ভয়-ধরানো, সমীহ-জাগানো ছবি তুলে ধরেছে। বীরভূমে দল ও প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে অনুব্রত মন্ডলই শেষ কথা ছিলেন— তার অঙ্গুলিহেলনেই সেখানে সব চলত।

পাশাপাশি অনুব্রত মন্ডল শত শত কোটি টাকার সম্পত্তিও বানিয়েছেন বলে অভিযোগ, যেটা তাকে এখন বিরাট বিপদে ফেলেছে। বাংলাদেশে গরু পাচারের সূত্রেই অনুব্রত মন্ডল কোটি কোটি টাকা বানিয়েছেন বলে অভিযোগ। সিবিআই ও ইউ-র মতো কেন্দ্রীয় সরকারি এজেন্সিগুলো বলছে, ভারত থেকে বাংলাদেশে গরুর চোরাকারবার এবং বীরভূম জেলার বালি ও কয়লা খাদানগুলো থেকে অবৈধ পাচারের ব্যবসাই অনুব্রত মন্ডলের এই বিপুল সম্পত্তির উস। বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে গরু পাচার চক্রের যিনি মূল চক্রী বা কিংপিন, সেই মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী এনামুল হককে তার চোরাকারবারের সাম্রাজ্য চালাতে অনুব্রত মন্ডল সব ধরনের সাহায্য করতেন এবং বিনিময়ে পেতেন বিপুল প্রোটেকশন মানি। বীরভূমের ইলামবাজার-সহ এলাকার সবগুলো গরুর হাটও ছিল অনুব্রত মন্ডল ও তার লোকজনদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন হেফাজতে রেখেও তারা এখনও অনুব্রত মন্ডলের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট চার্জশিট প্রস্তুত করতে পারেনি। দিল্লিতে কী মুখ খুলবেন? পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলগুলো প্রায় এক সুরেই বলছে, দিল্লির তিহার জেলে হাজতবাস করলে ও ইউ-সিবিআইয়ের দুঁদে কর্মকর্তাদের জেরার মুখে পড়লে অনুব্রত মন্ডল নিশ্চয় এবার ভেঙে পড়বেন এবং এই সব দুর্নীতির

কথা কবুল করবেন। অনুব্রত মন্ডল একবার মুখের কুলুপ খুললে অনেক নাম বেরিয়ে আসবে, এমন কী তৃণমূলে ভূমিকম্পও হয়ে যেতে পারে। রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরীও মন্তব্য করেছেন, জানি না এটা নিয়ে কেন এত যাত্রা-নাটক হচ্ছে! হিম্মত থাকলে, সাহস থাকলে তিনি ইউ-র মোকাবিলা করবেন, এতে ওঁনার ঘাবড়ানোর কী আছে, অনুব্রত মন্ডলকে পাল্টা কটাক্ষও ছুঁড়ে দিয়েছেন অধীর চৌধুরী।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের পুলিশ-প্রশাসন অনুব্রত মন্ডলের দিল্লি যাওয়া ঠেকাতে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়েছিল। ফলে তারা যে এখন হতাশ দলীয় মুখপাত্রদের প্রতিক্রিয়াতে তা গোপন থাকেনি।

আসলে অনুব্রত মন্ডলের মতো একজন দাপুটে নেতা, তিনি রাজ্য পুলিশের আওতার বাইরে থাকবেন, এটা ভেবেই হয়তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিছুটা সন্ত্রি পাচ্ছেন। রাজ্যের সরকার ও পুলিশ এতদিন যেভাবে অনুব্রত মন্ডলকে আড়াল করে এসেছে সেটা আর সম্ভব হবে না বলেই হয়তো তারা আশা করছেন এত দিনে তদন্তে একটা ব্রেকথ্রু হতে পারে।

ইডি কি ভরসাযোগ্য?

বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, সিবিআই বা ইউ-র মতো এজেন্সিগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের করা মামলাগুলোয় ‘কনভিকশন রেট’ বা দোষ প্রমাণিত হওয়ার হারও খুবই কম। পশ্চিমবঙ্গের এক তরুণ বামপন্থী নেতা গোটা বিষয়টাকে একটু ভিন্নভাবে দেখতে চান। তাঁর কথায় অনুব্রত মন্ডলের যা সব কীর্তিকলাপ আমরা দেখেছি, তাকে এক

কথায় বলা যেতে পারে সুপার-ক্রিমিনাল। কিন্তু সিবিআই ও ইউ-র হাতে আটক হওয়ার পরও তিনি তো এ রাজ্যের জেলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আতিথেয়তাতেই ছিলেন, আর তারা তাকে কীরকম পাঁচ-তারা হোটেলের মতো জামাই আদরে রেখেছিল সেটাও আমরা সবাই জানি। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যেভাবে প্রকাশ্যে বারবার ধৃত অনুব্রত মন্ডলের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং রাজ্য পুলিশ যেভাবে তাকে সাহায্য করে গেছে তাতে ওই রাজ্যে থাকলে কেউ তার

কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না এটাও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই তরুণ বামপন্থী নেতা এই কারণেই মনে করেন, রাজ্যের বাইরে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে অনুব্রত মন্ডলকে জেরা করা হলে হয়তো এই মামলাগুলো একটা গতি পাবে— যেটা পশ্চিমবঙ্গে কখনোই সম্ভব ছিল না। তার কথায়, দেখুন, ভারতে তো আর স্ট্যান্ডাল্যান্ড ইয়ার্ড এসে তদন্ত করতে পারবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ যখন এনার বিরুদ্ধে কিছুই করবে না, তখন কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোর ওপর ভরসা করা ছাড়া আমাদের উপায় কী? সম্ভবত এই কারণেই দিনকয়েক আগে যখন দেশের আটটি বিরোধী দল যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চিঠি লিখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলোর কথিত ‘অপব্যবহার’ নিয়ে প্রতিবাদ জানায়, সিপিআইএম বা সিপিআই-য়ের মতো বামপন্থী দলগুলো তাতে সহঁ করেনি। বামপন্থীরা মনে করছেন, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন, অনুব্রত মন্ডলকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার পর তার কিছুটা অন্তত মানুষের কাছে প্রমাণিত হলেও হতে পারে।

হিং টিং ছট

মন তাই ভাবছে কি জানি কি হয়!

কমল মুৎসুদ্দি

দশহাজারী পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে চলিতেছে রাজ্যীর আজ্ঞাবহ। দাস, দলদাস বলিলেই হয়। কারণ দলের অংশ তিনি। নিন্দুকেরা তাহাকে ক্ষেত্র বিশেষে ‘জলদাস’ও বলিয়া থাকেন। তাহার পশ্চাতে তাহার দলের কেহ কেহ দলদাসের এই জলদাস নামটি উপভোগ করেন। আসলে তরল পানীয়তে তাহার আসক্তি নিন্দুকের চোখে ঈর্ষণীয়। তিনি একম-এব-অদ্বিতীয়ম, বচনে মদমত্ত অন, আন্তিনে গুটাতে তাহার আপত্তি নাই। তাহার বক্তব্যের সুর ধরিয়া বলা চলে বিগত বৎসরকালের অধিক তিনি গোপাল রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এইবার সময় আসিয়াছে রাখাল রূপে ভগিনী নেতাকালীর শত্রু নিধনে মত্ত হইবেন। অহো কি দুঃসহ স্পর্ধা নেতাকালীকে যে করে অগ্রদ্বা, সে কোন খানে পাবে তার আশ্রয়.....

পাঠক, ইহাতেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইবেন না। স্মরণে আছে নিশ্চয়ই প্রগতিশীল শহর বলিয়া গর্ব করিয়া আসা শহরে বাস্তুবদের শাসনকালে কোনো এক লেখিকাকে এই শহর ছাড়িতে হইয়াছিল রাত্রি নিশীথে। সেই সময়ের ‘দাঙ্গা করিতে

পাঠক, ইহাতেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইবেন না।

স্মরণে আছে নিশ্চয়ই প্রগতিশীল শহর বলিয়া গর্ব করিয়া আসা শহরে বাস্তুবদের শাসনকালে কোনো এক লেখিকাকে এই শহর ছাড়িতে হইয়াছিল রাত্রি নিশীথে। সেই সময়ের ‘দাঙ্গা করিতে আসিলে মাথা ভাঙিয়া দিব’ বলা জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীও লেখিকার অকাল বিদায়ে চুপ থাকিয়া ছিলেন। আর যে প্রথিতযশা পণ্ডিতের নেতৃত্বে বিক্ষোভের বিকাশ ঘটিয়াছিল ও তার ফলস্বরূপ বলা চলে লেখিকাকে শহর ছাড়িতে হয় বর্তমানে সেই সুমুন্দির পো আবারও হাঁক ছাড়িয়াছে স্বঘোষিত সর্বগ্রাসী সততার (নির্মমতা) বিরুদ্ধে বিরোধিতা করিলে জিহ্বা ছিঁড়িয়া দিবে। বাহ্ রে লাল চুলের দেবদুলাল! বয়স বাড়িয়াছে তবুও আশ মিটে না।

আসিলে মাথা ভাঙিয়া দিব’ বলা জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীও লেখিকার অকাল বিদায়ে চুপ থাকিয়া ছিলেন। আর যে প্রথিতযশা পণ্ডিতের নেতৃত্বে বিক্ষোভের বিকাশ ঘটিয়াছিল ও তার ফলস্বরূপ বলা চলে লেখিকাকে শহর ছাড়িতে হয় বর্তমানে সেই সুমুন্দির পো আবারও হাঁক ছাড়িয়াছে স্বঘোষিত সর্বগ্রাসী সততার (নির্মমতা) বিরুদ্ধে বিরোধিতা করিলে জিহ্বা ছিঁড়িয়া দিবে। বাহ্ রে লাল চুলের দেবদুলাল! বয়স বাড়িয়াছে তবুও আশ মিটে না। বিরোধীর জিহ্বা তোমার পৈতৃক সম্পত্তি, তাই ইচ্ছা হইলেই ছিঁড়িয়া ফেলিতে পার। মেকি গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে স্বৈরাচারীর হুক্কার।

বর্তমান সময়ে নিষ্ঠাবান সুশীল সুধীজনদের অবশ্য এইরূপ মন্তব্য শুনিয়া হাড়হিম হয় না। সঙ্গদোষে তাহারা মুক ও বধির মাত্র। এমত অবস্থায় সাধারণে প্রতিবাদী হইবে কি উপায়ে? সকলেরি তো আইন-এর অ আ ক খ জানা নাই, তাহা হইলে? আসলে দেবদুলাল, জলদাস, দলদাস ও ইহাদের স্বজাতি অপরাপার মুখিয়াগণ ভাবিয়া নিয়াছে ধমক চমককে ভিত্তি করিয়া ইহারা গণতন্ত্রকে চাবকাইবে।

অতি অল্প সংখ্যক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিদার যখন উপরিউক্ত ভাবনাকে আইনের সাহায্যে পাল্টাইতে চাইতেছে, ঠিক তখনই আজিজুলের ন্যায় পণ্ডিত বিপ্লবীর আবির্ভাব, তাহারা আইনজীবীদের স্বতস্ফূর্ত প্রতিরোধকে বাঁকা চোখে মন্তব্য করিতে ছাড়িতেছেন না। বোধকরি প্রতিরোধের ভাষা অপেক্ষা তাহাদিগের নিকট পাদুকায় পটচিত্র অনেক বেশি আকর্ষণীয়। তাই ইহাদের গাঁয়ের মনুষ্যকুল এখন না মানিলেও ইহারা মোড়ল সাজিয়া ফোড়ন কাটিতে ব্যগ্র।

এতো কিছুকে উপেক্ষা করিয়া বিশ্বাসে বিশেষ বিশ্বাসী তত্ত্বে ভর করিয়া দলদাস, জলদাস, দেবদুলাল, নন্দলালের বিরুদ্ধে জোট বাঁধিয়া যে যুদ্ধ জেতা যায় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আইনজীবীদিগের জোটবদ্ধ সওয়ালা। সেইদিন নগর দায়রা আদালতে আইন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুলিশকে বোম মারিতে চাওয়া নকুলদানাকে পুলিশি তত্ত্বাবধানে কচুরি খাওয়াইলেও তাহার দিল্লির লাড্ডু খাওয়া পুলিশ রদ করিতে পারে নাই, আশার আলো এখানেই। হিমশৈলের চূড়ায় অবস্থানরত দেবী বা দেব যেই হন না কেন, তাহার আসন কিন্তু টলমলো। হিমশৈল গলিতেছে.....

বার্তা সার্বজনীন, মন তাই ভাবছে কি জানি কি হয়!

জনমত (মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

দুই হাতের দশ আঙুলে
দুবারোটি সোনা বাঁধানো

নানা বিপদ থেকে রক্ষাকারী
গ্রহরত্ন!

গলায় পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ

সহ নানা ধরনের বিপদ
মুক্তির মালা!

কটিদেশেও হয়তো আরো
কোনো না কোনো তীর

ভয়ঙ্করী বিপদমুক্তির বর্ম!

ললাটে রক্তবর্ণ এবং

ঘৃতাহুতি দেওয়া হোমানলের
কৃষ্ণ বর্ণ শোভিত ফোঁটা!

দুই বাহুতে লাল সুতোয়

বাঁধা সতেজ গাছগাছালির মূল

ও কাণ্ডের টুকরো, তাও

ছিল!

শুধু কী তাই?

না, আরো ছিল— প্রাতঃকালে

মাতৃবন্দনা, তারপর কয়েক
কিলোগ্রাম স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত

ভয়ঙ্করী কালীমাতার পদতলে

লাল জবা অর্পণ সহ দেবীর

নিকট কার্যসিদ্ধি সহ সর্বকর্মে
জয়লাভের প্রার্থনা!

তারপর মহামায়া কালী

কপালেশ্বরীকে

নিবেদনের পর নিজ জীবন
ধারণের উপযোগী যৎসামান্য

জলযোগের পর, বিশৃঙ্খলের

শপথ নিয়ে শত্রু নিধন

উপলক্ষে লালবাতি লাগানো

গাড়িতে করে সরকারি ব্যয়ে

পোষিত সর্বাধুনিক অস্ত্রধারী

একান্ত অনুগত সরকারি

কর্মচারী পরিবেষ্টিত হয়ে

মধ্যরাত্রি অবধি পরিভ্রমণ!

পরেও সকলেই তার একান্ত

অনুগত ও অনুব্রত ভক্তকে

রক্ষা করতে বার্থ্য্য হযছেন।

কারণ, যে পরিমণ্ডলে

তার বসবাস, বিচরণক্ষেত্র ও

কর্মভূমি সেখানে তার অনায়াস

অপকর্ম অত্যাচার পদদলন

হুমকি, সর্বোপরি অনেক

নিরীহ ও নিষ্পাপ পরিবারের

চোখের জল ও অনেকের

নিধন..... তাকে ক্ষমা করতে

পারেনি।

শুধু মাত্র তারাই কি বার্থ্য্য

হয়েছে ? উত্তর হলো, না ।

এখানে তার মাথার মুকুট,

ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বৃত্ত, প্রচুর

মণিমানিক্য, স্থাবর অস্থাবর

সম্পত্তি ও কয়েক সহস্র

কোটি টাকার সঞ্চিত ভাণ্ডার

এবং ভারতবর্ষের প্রখ্যাত

আইনজীবীদের কোটি কোটি

টাকায় ভাড়া করেও শেষ

রক্ষা হলো না!

কারণ, প্রকৃতি বড় নির্মম,
অনায়-অবিচারের প্রতিশোধ

সে নেবেই।

আর একটা বহুল প্রচলিত

বাক্য ‘পাপ বাপকেও ছাড়ে

না।’ অনেক ঘটনার একটি

মাত্র ঘটনা আমার আজ

চোখের সামনে দেখতে

পাচ্ছি। ভবিষ্যতে এই বালির

বাঁধ যখন ভেঙে পড়বে তখন

আমরা অনেক কিছুই দেখতে

পাবো।

অরূপ দাস

সিউডি, বীরভূম।

দিল্লির যন্তর মন্তরে তেলেঙ্গানার নেত্রী কবিতার অনশন কর্মসূচিতে বামেরা

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : দিল্লির মদের লাইসেন্স বিলি সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী, কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের (কেসিআর) কন্যা কে কবিতাকে শনিবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে নোটিস পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তার আগেই ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র নেত্রী কবিতা সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশের দাবিতে শুক্রবার অনশন কর্মসূচি পালন করলেন। শুক্রবার দিল্লির যন্তর মন্তরে কবিতার অনশন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েটুরি। যোগ দিয়েছিলেন মোট ১২টি বিরোধী দলের নেতা-নেত্রী। সেই তালিকায় আম আদমি পার্টি, শিরোমণি অকালি দল, এনসিপি, আরজেডি, জেডি(ইউ), পিডিপি, শিবসেনা (উদ্ধব), আরএলডি'র মতো দল রয়েছে। তবে কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয়, ভারত জাগৃতি নামে একটি সামাজিক সংগঠনের তরফে সংসদ এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের দাবিতে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত বৃহস্পতিবার কবিতাকে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু তিনি যাননি। তিনি যাচ্ছেন না জানানোর পরে ইডির তরফে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শনিবার নতুন দিন দেওয়া হয়েছে



দিল্লিতে শুক্রবার কবিতার অনশন মঞ্চে সংহতি জানাতে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে প্রয়াত কমিউনিস্ট নেত্রী গীতা মুখার্জির প্রতিকৃতি তুলে দিচ্ছেন সিপিআই নেতা কে নারায়না। ফটো : নিজস্ব

কবিতাকে। কেসিআর-কন্যার অভিযোগ, বছর শেষে রাজ্যে ভোট। সে জন্যই নরেন্দ্র মোদির সরকার তাঁকে এবং তাঁর দলকে হেনস্থায় সক্রিয় হয়েছে। শুক্রবার কবিতা বলেন, দিল্লিতে ধনীয় বসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমাকে ডাকে ইডি। অন্তত ন'টি রাজ্যে ঘুরপথে সরকার গড়েছে বিজেপি। তেলেঙ্গানায় তা পারেনি। তাই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কবিতাকে দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় আগেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। এই মামলার চার্জশিটে ইডির অভিযোগ, দিল্লির তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী মদ সংক্রান্ত নীতির

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া আবগারি নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে যে ব্যবসায়িক সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন কবিতা তার ৬৫ শতাংশের মালিক! গত ডিসেম্বরে সিসোদিয়ার ঘনিষ্ঠ হিসাবে অমিত আরোরা নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। সূত্রের খবর, তখনই তারা জানতে পারে এই মামলায় যুক্ত রয়েছেন কবিতাও। এ ব্যাপারে পরবর্তী কালে তদন্ত এগোলে জানা যায়, কবিতার দু'টি ফোনে অন্তত ১০ বার আন্তর্জাতিক মোবাইল ইকুইপমেন্ট পরিচিতি বদলানো হয়েছে। সেই সময়ে কবিতাকে জেরা করেছিল দিল্লিমদ কাণ্ডের

আর এক তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সূত্রের খবর, আবগারি দুর্নীতিকাণ্ডে কবিতাকে হায়দরাবাদের ব্যবসায়ী অরুণ রামচন্দ্র পিল্লাইয়ের মুখোমুখি করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন ইডি আধিকারিকেরা। গত সোমবার ইডি বর্ণিত দক্ষিণ লবি'র অন্যতম অরুণ গ্রেফতার হন। তার আগে গত মাসে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হন বিবি গোরাভালা নামে হায়দরাবাদের এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। অভিযোগ, অরবিন্দ কেজরীওয়াল সরকারের আবগারি নীতির উদ্দেশ্যপ্রসোদিত পরিবর্তন ঘটাতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

এইচ৩এন২ ভাইরাসে দেশে মৃত্যুও হল এ বার!

দেশে এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ জন

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : এইচ৩এন২ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশের মধ্যে প্রথম মৃত্যু হল দুই রাজ্যে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এক সূত্রে এমনই দাবি করেছে। ওই সূত্রের দাবি, মৃতদের মধ্যে এক জন হরিয়ানার বাসিন্দা, অন্য জন কর্নাটকের। দেশে এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ জন। এ ছাড়াও এইচ১এন১ ভাইরাসে ৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে ওই সূত্র জানিয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে দেশে স্বরে আক্রান্তের ঘটনা বেড়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই এইচ৩এন২ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে দাবি করা



কর্নাটক, হরিয়ানায় প্রাণ গেল দু'জনের। ফটো : সংগৃহীত

হয়েছে।দেশে এখনও পর্যন্ত এইচ৩এন২ এবং এইচ১এন১ ভাইরাসই পাওয়া গিয়েছে। স্বাস্থ্য

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই দু'টি ভাইরাসেরই উপসর্গ অনেকটা কোভিডের মতো। কাশি, জ্বর,

শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা হয় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে। তা ছাড়া গলা, শরীর ব্যথা, ডায়েরিয়ার মতোও উপসর্গ দেখা দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, এইচ৩এন২ ভাইরাস হল ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাসের উপরূপ। এই ভাইরাস খুব ছটোয়টে, কফ, হাঁচি এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে ওই ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। চিকিৎসকরা তাই কোভিডের মতোই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করতে পরামর্শ দিচ্ছেন সাধারণ মানুষকে।

কাশ্মীরে নেই সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা : নিউ ইয়র্ক টাইমস

শ্রীনগর, ১০ মার্চ : কাশ্মীরে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে একটি বিতর্কিত মতামত প্রকাশিত হয়েছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে। সম্প্রতি আমেরিকার প্রথমসারির দৈনিকটিতে দ্য কাশ্মীর টাইমসের সম্পাদক অনুরাধা ভাসিনের একটি মতামত প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ভূম্পূর্বে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, গোটা দেশেই সংবাদ মাধ্যমগুলির উপর সেন্সরের খাঁড়া নেমে এসেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। অনুরাধা

ভাসিনের কথায়, দ্রুত গোটা ভারতের অবস্থা কাশ্মীরের সতো হয়ে যাবে। এর ফলে রীতিমতো জলখোলা হতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, বিশ্লেষকদের মতে, জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা রদ করা থেকে শুরু করে গোরক্ষার নামে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনায় মানবাধিকার সংগঠনগুলি সরব হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলিও মোদি সরকারের সমালোচনা করেছে।

নিকৃষ্টতম স্বৈরতান্ত্রিক দেশের তালিকায় ভারত, দাবি সুইস সংস্থার রিপোর্টে

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : ভারত যখন মহা আড়ম্বরে জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন করছে, সেই সময় আন্তর্জাতিক মহলে মুখ পুড়ল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের। আছে দিন-এর চক্রানিনাদ বাজানো মোদি সরকারের শাসনকাল অর্থা গত দশ বছরের নানা ঘটনা ভারতকে সবচেয়ে খারাপ স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলির তালিকায় স্থান পাইয়ে দিা। সম্প্রতি ডেফিকেন্স ইন দ্য ফেস অফ অটোক্র্যাটাইজেশন শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে এমনই দাবি করেছে সুইডেনের ভ্যারাইটিজ অফ ডেমোক্রেসি

ইনস্টিটিউট। সেখানকার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সময়ের মধ্যে ভারতবাসী রাজনৈতিক মেরুক্রণের ঘটনাতোও নাটকীয় উত্থান দেখেছে। আর এই গোটা ঘটনার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই বিবেকে প্রতিষ্ঠানটি। সারা বিশ্বের সামনে এই রিপোর্ট প্রকাশ হতেই মুখ পুড়েছে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের। নিকৃষ্টতম স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলির তালিকায় ভারতের পাশাপাশি রয়েছে আফগানিস্তান, ব্রাজিল, মায়ানমারের নামও। বছর কয়েক আগে এই ইনস্টিটিউট ভারত

(নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়েছে বলেও একটি রিপোর্টে দাবি করেছিল। এবার সুইডেনের প্রতিষ্ঠানটির প্রকাশিত রিপোর্টে নির্বাচিত স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলির তালিকায় ভারত ১০৮তম স্থানে রয়েছে। যা মোটেই গৌরব বৃদ্ধি করল না মোদি সরকারের। সবচেয়ে দুঃখের, এই বিভাগে ভারতের স্থান হয়েছে সিঙ্গাপুর, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, তানজানিয়ার মতো দেশগুলিরও পিছনে। ১৭৮৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ২০২টি দেশের গণতান্ত্রিক অবস্থা নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে

গ্লোবাল ডেটাসেট তৈরি করেছে ভি-ডেম ইনস্টিটিউট। প্রায় ৪০০ বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৩১ মিলিয়নের বেশি তথ্য যাচাই করে ৬ মার্চ রিপোর্টটি প্রকাশ করে। নাম না করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও মোদির স্বৈরাচারিতাকে নিশানা করে এই রিপোর্টটিতে আরও বলা হয়েছে, দেশের মানুষ রাজনৈতিক মেরুক্রণে কার্যত সম্মোহিত হয়ে গণতান্ত্রিক নীতি থেকে সরে আসছেন। মেরুক্রণের জেরে গত দশ বছরে ভারতে সহযোগিতার পরিবেশ নষ্ট হয়ে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জেলে বসেই দেশবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি সিসোদিয়ার

শিক্ষার রাজনীতি বনাম জেলের রাজনীতি

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : তিহাড় জেলে বসেই দেশবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখলেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। সেই চিঠি টুইটারে শেয়ার করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরীওয়াল। চিঠিটি টুইট করার সময় কেজরীওয়াল লিখেছেন, বিজেপি জেলে ভরার রাজনীতি করে। আমরা বাচ্চাদের পড়ানোর রাজনীতি করি। জেলে ভরা সোজা, কিন্তু বাচ্চাদের পড়ানো কঠিন কাজ। জেলে ভরলে দেশ এগোবে না। শিক্ষার মাধ্যমে এগোবে। বৃহস্পতিবার তিহা। জেলের সেল থেকে শিক্ষা, রাজনীতি এবং জেল শীর্ষক চিঠিটিতে দেশবাসীর উদ্দেশে সিসোদিয়া লিখেছেন, শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর মনে বহু বার একটাই প্রশ্ন জেগেছে। দেশ এবং রাজ্যের সিংহাসনে বসা নেতারা আজ পর্যন্ত দেশের বাচ্চাদের জন্য ভাল স্কুল এবং কলেজ তৈরি করেননি কেন? যদি দেশের রাজনীতি মনে-প্রাণে শিক্ষার উন্নতিসাধনে কাজে লাগত তবে উন্নত দেশের মতো আমাদের বাচ্চাদের জন্যও ভাল ভাল স্কুল হত। কিন্তু তা হল না কেন?এই প্রশ্নের উত্তরও তিনি এই ক'দিন জেলের মধ্যে থেকেই পেয়েছেন বলেও চিঠিতে দাবি করেছেন সিসোদিয়া। তিনি লিখেছেন, জেল চালিয়েই যখন রাজনৈতিক সফলতা পাওয়া যাচ্ছে তখন স্কুল চালানোর প্রয়োজন পড়বেই বা কেন। তিন পাতার চিঠিতে তিনি আরও লিখেছেন, আজ জেলের রাজনীতি সফল হলেও ভারতের ভবিষ্য গড়বে স্কুলের রাজনীতি, শিক্ষার রাজনীতি। জেলের শক্তিতে নয়, শিক্ষার শক্তিতে ভারত বিশ্ব শ্রেষ্ঠ হবে।

অন্যদিকে, দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় শুক্রবারই সিসোদিয়ার জেল হেফাজতের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ঠিক তাঁর আগের দিন, অর্থা বৃহস্পতিবারই সিবিআই হেফাজতে থাকা সিসোদিয়াকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।গত ২৬ ফেব্রুয়ারি আবগারি দুর্নীতির অভিযোগে সিসোদিয়াকে গ্রেফতার করে সিবিআই।

তার পর নয়া আবগারি নীতির ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়মের তদন্ত করতে গিয়ে জেলে গিয়ে সিসোদিয়াকে পর পর দু'দিন জেরা করে ইডি। তার পরেই গ্রেফতারির সিদ্ধান্ত। শুক্রবার সিসোদিয়াকে দিল্লির আদালতে তুলবে ইডি। সেখানে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে চাইবে তদন্তকারী সংস্থা, এমনটাই ইডি সূত্রে খবর।

গোমাংস নিয়ে যাচ্ছে! শ্রেফ সন্দেহের বশে মুসলিম বৃদ্ধকে পিটিয়ে খুন বিহারে

পাটনা, ১০ মার্চ : বিহারের সারন জেলায় মাঝবয়সি এক ব্যক্তিকে গ্রামবাসীরা পিটিয়ে খুন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই ব্যক্তির ব্যাগে গরুর মাংস আছে সন্দেহ করে এই হত্যা বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই সঙ্গে প্রশ্নের মুখে পড়েছে রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা।



নাসিব কুরেশি

গিয়ে ঘটনার কথা জানালেও পুলিশ অভিযোগ কানে তোলেনি। অনেক চেষ্টার পর পুলিশ গুরুতর আহত নাসিবকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। অবস্থা গুরুতর বুঝে চিকিৎসকেরা আহতকে পাটনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে নেওয়ার পথে মারা যান নাসিব। ঘটনাটি ঘটেছে পাটনা থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরে সারনের জোগিয়া গ্রামে। শবে বরাত ও দোলের দিন এই ঘটনা ঘটলেও বিষয়টি জনাজানি হয় দু'দিন পর। সারনের পুলিশ সুপার গৌরব মণ্ডলা

জানিয়েছেন, ওই ঘটনায় খুনের মামলা দায়ের করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সরপঞ্চ সুশীল সিং-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে মৃতের ব্যাগে গরুর মাংস ছিল কিনা সে ব্যাপারে পুলিশ এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি। নাসিব ও ফিরোজের বাড়ি পাশের জেলা সিওয়ানের হাসানপুরায়। ফিরোজের কথায়, শবে বরাতের দিন তাঁরা পরিচিতদের সঙ্গে মিলিত হতে গিয়েছিলেন। ধৃতদের রাজনৈতিক পরিচয় জানা যায়নি। তবে সারন ও সিওয়ান এলাকায় লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দলের একচ্ছত্র আধিপত্যে বিগত কয়েক বছরে অনেকটাই ভাগ বসিয়েছে বিজেপি। গরুর মাংস বিক্রি, বহন, খাওয়ার অভিযোগে মারধর, হত্যার ঘটনা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে গত বছর আগস্ট থেকে বিহারে বিজেপি শাসন ক্ষমতায় নেই। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সমর্থনে সরকার গড়েছেন।

কর্নাটকে মহিলাকে ধমক দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বিজেপি সাংসদ



বুধবার দলীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে এক মহিলাকে টিপ না পরা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ওই সাংসদ! ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকে। ফটো : সংগৃহীত

বেঙ্গালুরু, ১০ মার্চ : এক মহিলাকে নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন বিজেপি সাংসদ। তাও আবার নারী দিবসেই। বুধবার দলীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে এক মহিলাকে টিপ না পরা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ওই সাংসদ! ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকে। সেখানকার বিজেপি সাংসদ এস মুনিশ্বামী এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানে মহিলারা বিভিন্ন জিনিসের স্টল দিয়েছিলেন।

সেইসব স্টল ঘুরে দেখার সময় এক স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে মুনিশ্বামী ওই মহিলাকে প্রশ্ন করেন, আপনার কপালে টিপ কোথায়? এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। মুনিশ্বামী আরও প্রশ্ন করেন, আপনার স্বামী বেঁচে আছেন, তাও কেন টিপ পরেননি। আপনাকে কে এখানে স্টল দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে? শুধু তাই নয়, আরও অভিযোগ সাংসদের সঙ্গে থাকা লোকেরা ওই মহিলার সঙ্গে অভব্য ব্যবহারও

করে। গোটা ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে দক্ষিণের ওই রাজ্যে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে কেমন ভাবে এমন আচরণ করতে পারলেন ওই সাংসদ। মুনিশ্বামীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে বিরোধী শিবিরও। কংগ্রেস সাংসদ সাংসদ কার্তি চিদাম্বরম বলেন, ভারতকে হিন্দুত্ববাদী ইরানের মতো তৈরি করতে চাইছে বিজেপি।

ভোটের আগে ঘুষ! বিজেপি বিধায়কের দেওয়া শাড়ি পুড়িয়ে অভিনব প্রতিবাদ কর্ণাটকে

বেঙ্গালুরু, ১০ মার্চ : চিকমাগালুরের বিধায়ক সিটি রবি। সেই মতোই তাঁর সহকারীরা শাড়ি বিতরণ করেন। যদিও তাঁদের দাবি, উগাড়ি পরব উপলক্ষেই বিধায়কের তরফে উপহার দেওয়া হচ্ছে। নববর্ষের সময়েই দক্ষিণ ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই উৎসব পালিত হয়। কিন্তু এই শাড়ি উপহার পেয়েই সেগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের দাবি, ভোটের আগে ঘুষ দিচ্ছেন তাঁদের বিধায়ক। কিন্তু গত ৫ বছর ধরে এলাকার কোনও কাজ করেননি তিনি।

কোভিডের সময়ে পরিশ্রুত উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন

পানীয় জলের অভাবে সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। তাই এই ঘুষের শাড়িও তাঁরা নেবেন না। শাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে নেটদুনিয়ায়। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ উায়ে দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক রবি। তাঁর মতে, মিথ্যা ও কংগ্রেস-এরা আসলে একই মুদ্রার দুই পিঠা। মিথ্যাকেই সত্যি বলে প্রমাণ করার রোগ আছে কংগ্রেসের। ওরাই নাটক করে দেখাতে চাইছে যে বিজেপি কোনও কাজ করেনি। এমনভাবেই কংগ্রেস প্রচারের আলোয় আসতে চায়।

জেলায় জেলায়

বিয়েতে পছন্দমত পণ না মেলায় রাগে বধূকে খুন



নিহত বধূ। ফটো : নিজস্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিয়েতে পছন্দমত পণ না মেলায় সেই রাগে বধূকেই খুন করে দিলেন স্বামী। পুর্কুলিয়ায় এই ঘটনায় শ্রেফতার

অভিযুক্ত স্বামী। বৈশাখেই জমিজমা বিক্রি করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন রঘুনাথপুরের অণিমা মণ্ডল। দোলের দিন তিনি খবর পান, মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। তার পরেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন অণিমা। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি আদ্রা থানা এলাকার মেটাল শহরে। কিন্তু বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মেয়েকে খুন করার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়

আদ্রা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন অণিমা। তিনি বলেন, অনেক কষ্টে জমি বিক্রি করে মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্রপক্ষের দাবি মতো আড়াই লক্ষ টাকা, দু’ভরি সোনা ও রূপোর গয়না ছাড়াও খাট, পালঙ্ক, আলমারির মতো আসবাব দিয়েছিলাম। কিন্তু গত মাঘে মেয়ে আমাকে জানায় যে, বিয়ের সময় দেওয়া জিনিসপত্র পছন্দ না হওয়ায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। স্বামী–সহ বাড়ির পুরুষরা তাঁর গায়ে হাত তোলে। গালিগালাজ করে। আমি খুব ভয়ে ছিলাম। তবুও আমি মেয়েকে বুঝিয়েছিলাম সংসার করার জন্য। কিন্তু মঙ্গলবার আমি খবর পাই যে, আমার মেয়েকে ওঁরা মেরে দিয়েছে। খবর পেয়ে অণিমা সেখানে গেলে জানতে পারেন, মেয়েকে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে মেয়েকে জীবিত দেখতে পাননি।

অণিমার দাবি, নিজের সর্বস্ব বিক্রি করে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে সব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই জিনিসপত্র পছন্দ হয়নি মেয়ের শ্বশুরবাড়িরা। তা নিয়ে নিতা গল্পনা দেওয়া হত মেয়েকো করা হত মারধর, গালিগালাজ। অণিমার অভিযোগের ভিত্তিতে আদ্রা থানার পুলিশ ওই বধুর স্বামী বাপি মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে পুর্কুলিয়া জেলার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায় বলেন, এই ঘটনায় এক জনকে গ্রেফতা করা হয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বা বধূর গায়ে

ফুটন্ত গরম জল

সংবাদদাতা : অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর গায়ে ফুটন্ত গরম জল দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো স্বামীকে। মালদার এই ঘটনায় তাড়া করে অভিযুক্ত স্বামীকে ধরেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ।

অন্তঃসত্ত্বা টুপ্পা দুই সন্তানকে নিয়ে আলু সেদ্ধ করছিলেন। সেই সময় স্বামী ও শাশুড়ি এসে তাঁর গায়ের উপর আলু সেদ্ধর গরম জল ঢেলে দেন বলে অভিযোগ। বধুর চিকিৎকে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। এই দুঃখজনক ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামবাসীরা তাড়া করে ধরে ফেলেন অভিযুক্ত স্বামীকে। তার পর পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।

পারিবারিক অশান্তির জেরে অন্তঃসত্ত্বা এক বধূর গায়ে কড়াইয়ের ফুটন্ত জল ঢেলে দেওয়ার ঘটনা বলে পুলিশ মনে করছে। মালদহের হরিশম্ভরপুরের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামপুরে বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটে। গৃহবধূ টুপ্পা সাহাকে স্থানীয়েরাই হরিশম্ভরপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। ঘটনার পর এলাকা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত স্বামী। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাড়া করে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

বহুর চারেক আগে ইসলামপুর গ্রামের দুলাল সাহার সঙ্গে বিয়ে হয় বিহারের আমদাবাদের বাসিন্দা টুপ্পার। দম্পতির দুই শিশুপুত্র। বর্তমানে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা টুপ্পা। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই টুপ্পাকে তাঁর শাশুড়ি ও স্বামী শারীরিক নির্যাতন করতেন। গত কয়েক দিন ধরে নির্যাতন আরও চরমে উঠেছিল বলে স্থানীয়দের দাবি। নিগৃহীতা টুপ্পা বলেন, কড়াইয়ে আলু সেদ্ধ হচ্ছিল। পাশে বসে দুই ছেলেকে নিয়ে মটরশুটি ছাড়াছিলাম। সেই গরম জল পিছন থেকে আক্রমণ ঢেলে দেওয়া হয়। যে এমন আচরণ করতে পারে তাঁর সঙ্গে আর সংসার করতে চাই না। চাঁচল থেকে অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।



শুক্রবার সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ধর্মঘট করে অবস্থান বিক্ষোভ : (বাদিক থেকে) খড়াপুর এসডিও অফিসে, মোহনপুরে ও হাঁসখালিতে। ফটো : নিজস্ব

কঙ্কালকাণ্ড, বাণ্ডুইআর্টি থেকে উদ্ধার খুলি, গ্রেফতার তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা : কলকাতার কঙ্কাল কান্ডের ঘটনায়।

তিনজন ধরা পড়লো বাণ্ডুইআর্টি থেকে। বাণ্ডুইআর্টির একটি ফ্ল্যাটে হানা দিতেই চক্ষু চড়কগাছ বন দফতরের কর্মীদের। মানুষের মাথার খুলি শহরে মেলায় জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। আর এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করল বন দফতর। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে মানুষের মাথার ৫টি খুলি, হরিশের শিং, চামড়া, বাঘের দাঁত। তত্ত্ব সাধনার আড়ালে ওইসব সামগ্রী পাচারের ছক কষা হয়েছিল বলে মনে করছে বন দফতর ও পুলিশ। অভিযোগ ফ্ল্যাটটি একজন তান্ত্রিকের। দমদম প্রাইভেট রোডের আমবাগান এলাকায় ওই তান্ত্রিকের ফ্ল্যাটে হানা দেয় পুলিশ। ওই তান্ত্রিকের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণ বন্য জীবজন্তুর ছাল, অস্থি। বৈআইনিভাবে সেগুলি রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ধৃতরা হলেন–রাখাল চৌধুরী, দুলাল অধিকারী এবং অরজিৎ

শুর্ক করে বন দফতর। তখনই উদ্ধার হয় সাদা ও কালো হরিশের ছাল, বাঘের নখ ও দাঁত, মানুষের মাথার খুলি এবং একাধিক পাখির দেহাংশ। যে ঘরটি থেকে ওইসব সামগ্রী মিলেছে সেটিকে দেখে পুলিশের অনুমান, সেখানে তত্ত্বসাধনা হতো। আর তার আড়ালে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন জ্যোতিষী। পুলিশ কী তথ্য পেয়েছে? পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে মানুষের মাথার খুলি কোথা থেকে এল তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বন দফতর জানার চেষ্টা করছে, পশুপাখির দেহাংশ অভিযুক্তরা জোগাড় করল কোথা থেকে। মূল অভিযুক্ত সৌরভ চৌধুরী। তাকে এখনও গ্রেফতার করা যায়নি। জ্যোতিষ ও তত্ত্ব সাধনার নামে বৈআইনি দ্রব্য পাচারের অভিযোগে যে

শুক্রবার সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ধর্মঘট করে অবস্থান বিক্ষোভ : (বাদিক থেকে) খড়াপুর এসডিও অফিসে, মোহনপুরে ও হাঁসখালিতে। ফটো : নিজস্ব

জ্যোতিষিয় মল্লিক বলেন, আমাকে একজন ফোন করে বলেন, বন্যপ্রাণী সম্পর্কে কিছু জিনিস একটি ফ্ল্যাটে রয়েছে। যা রাখা নিষিদ্ধ। ওই খবরের ভিত্তিতে বন দফতর হানা দেয়। স্থানীয়দের দাবি, ওই বাড়িতে তত্ত্ব সাধনা চলতো, ধূপ–ধোঁয়ার গন্ধে ভরে থাকতো। প্রচুর মানুষের যাতায়াত ছিল। ভিতরে কী রয়েছে, সেই বিষয়ে তাঁদের জানা ছিল না। মূল অভিযুক্ত সৌরভ চৌধুরীর মা অবশ্য গোটা ঘটনার জন্য তাঁর পুত্রবধূ রাধি চৌধুরীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর দাবি, এটা আমাদের ৩০–৪০ বছরের পুরনো বংশগত পূজো। সেখানে এসে ভাঙচুর করা হয়েছে। পিঙ্কি শাস্ত্রী ওরফে রাধি চৌধুরী আর তাঁর ধর্মভাইয়ের ইচ্ছাতে এসব হয়েছে। ও চিঠি লিখেছিল জানি। পিঙ্কিও তত্ত্ব সাধনা করতেন। প্রশাসন যা যা বাজেয়াপ্ত করেছে, সবকটি আমার ছেলে আর পুত্রবধূর যৌথ কাজের জিনিস। কোনওটা তারাপাঠ থেকে কেনা, কোনওটা আবার উপহার পাওয়া।

তোলাবাজির প্রতিবাদ করায় বারুইপুরে

ব্যবসায়ীদের পেটাল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : আজব ব্যাপার! মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সভায় বলছেন, তোলাবাজি বরলস্ত করা হবে না। প্রশাসনকে কঠোর হাতে তোলাবাজির মোকাবিলা করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ পুলিশ–প্রশাসন তোলাবাজিদের পক্ষই নিয়ে নাজেহাল ব্যবসায়ীদের পেটাল। গতকাল ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুরের নামকরা হাত সূর্যপুরে। তোলাবাজির প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারে পুলিশের লাঠির বাড়ি থেকে হল ব্যবসায়ীদের। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারুইপুরের সূর্যপুর হাটে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ব্যবসায়ীদের দাবি, তাঁদের অভিযোগ না শুনে উলটে তাঁদেরই মারধর করা হয়েছে। সূর্যপুর হাটের ব্যবসায়ীদের দাবি, হাটে কিছু দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তোলাবাজি করে। পুলিশের সামনে ব্যবসায়ীদের হুমকি দেয় তারা। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করে না।

এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বারুইপুর–কুলপি রোড অবরোধ করেন হাটের ব্যবসায়ীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারুইপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এক দুষ্কৃতীকে পুলিশ ধরলে ব্যবসায়ীরা তাকে মারার চেষ্টা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ।

এলাকার কাপড় ব্যবসায়ী আবদুল্লা পুরকাইত বলেন, আমাদের ব্যবসায়ী সংগঠনের সভা ছিল। পুলিশের অনুরোধে সভা বাতিল করি। তার পরেও পুলিশ আমাদের ওপরে লাঠি চালিয়েছে। সেই সভা পুলিশের অনুরোধে বাতিল করা হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে ধপধপি ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও অঞ্চল সভাপতির ষোগ আছে বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ী রবিউল লস্কর বলেন, তাদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে। আরেক ব্যবসায়ী শাহজাহান পুরকাইত জানান, জোর করে তাদের কাছ থেকে তোলা আদায় করা হয়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

অনুরতকে ৩ দিনের জন্য হেফাজতে গেল ইডি

বিশেষ সংবাদদাতা : দেলঘাত্তার দিনই দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অনুরত মণ্ডলকে। তার পর দিল্লিতে মধ্যরাত পর্যন্ত চলল নাটক। বিচারকের বাড়িতেই বসল শুনানির আসর। শেষপর্যন্ত তিনদিনের জন্য অনুরতকে ইডি হেফাজতে পাঠালেন বিচারক। আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত অনুরতকে হেফাজতে পেলেন ইডি আধিকারিকরা। মঙ্গলবার দিল্লির রাউস আর্ভিনিউ আদালতের বিচারক রাকেশ কুমার গরুপাচার মামলায় অনুরতকে ১০ মার্চ পর্যন্ত ইডি হেফাজতে পাঠান। তার আগে অবশ্য মঙ্গলবার রাত থেকে তাঁর এজলাসে শুনানি নিয়ে বিস্তর নাটক চলে। প্রথমে ভ্যালুস তার পর বিচারকের বাড়িতে বসে এজলাস।

মঙ্গলবার রাতে অনুরতকে নিয়ে দিল্লি পৌঁছনোর পরই ইডি বিচারক রাকেশ কুমারের এজলাসে শুনানির আবেদন জানায়। যেহেতু বুধবার হোলি উপলক্ষে আদালত বন্ধ, তাই মঙ্গলবার রাতেই তাঁরা রাকেশ কুমারের এজলাসে ভ্যালুসি হাজির করান অনুরতকে। রাত ১১টা ২০ নাগাদ শুরু হয় শুনানি। কিন্তু আধাঘণ্টা পর সেই শুনানি স্থগিত হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত হয়, বাদী–বিবাদী

দুই পক্ষই বিচারকের বাড়ি যাবে। সেই মতো রাকেশ কুমারের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় কেব্টকে। দীর্ঘক্ষণ ধরে সংবাদমাধ্যমকে বিভ্রান্ত করে রাজধানীতে ঘুরে বেড়ান ইডি আধিকারিকরা। শেষে রাত ১টা নাগাদ তাঁরা পৌঁছন অশোকবিহারে বিচারক রাকেশ কুমারের বাড়িতে। সঙ্গে ছিলেন অনুরতর আইনজীবীও।

বিচারকের সামনে সশরীরে হাজির করা হয় কেব্টকে। ইডির আইনজীবী বিচারককে বলেন, গরুপাচারের টাকা কোথায় আছে তা জানতে অনুরতকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে হবে। যদিও ইডি ১৪ দিনের জেল হেফাজত চেয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত বিচারক ৩ দিনের ইডি হেফাজত দেন। গোটা পর্বে নীরবই থেকেছেন অনুরত। দিল্লি যাওয়া থেকে শুরু করে সেখানে পৌঁছনো, বিচারকের বাড়িতে চূপ করেই থেকেছেন কেব্ট। বিচারকের বাড়ি থেকে বেরনোর পর গভীররাতে অনুরতর আইনজীবী মুদিত জৈন বলেন, ইডি হেফাজতে থাকাকালীন রোজ সকালে অনুরতর স্বাস্থ্যপরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ভাঙড়ে শ্যুটআউট, ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে চলল গুলি

নিজস্ব সংবাদদাতা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে ভরাসন্ধ্যায় প্রকাশ্যে জনবহুল এলাকায় শ্যুট আউট চলে। অভিযোগ জমি ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলিবিদ্ধ আনসার মোল্লাকে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর হাতের ওপরের অংশ থেকে পিঠের দিকে তিনটি গুলি লেগেছে। যে গুলি চালায় সেই অভিযুক্ত নূর মহম্মদ মোল্লার বিরুদ্ধে জমি–দুর্নীতির অভিযোগ আছে বলে জানা গেছে। অভিযোগ আনসার মোল্লাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি গুলি চালান। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায়, জমি ব্যবসায়ী আনসার মোল্লাকে কথা বলার অছিলায় ফোন করে কাঁঠালবেড়িয়ায় স্কুলের মাঠে ডাকেন নূর মহম্মদ। সেখানে একজনের বাইকে চড়ে আনেন নূর মহম্মদ। এর পর কথা বলতেই বলতেই আনসারের দিকে গুলি চালান নূর মহম্মদ। আনসার পালাতে গেলে, তাঁর পিঠে গুলি লাগে। নূরের বিরুদ্ধে কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। গুলিবিদ্ধ আনসার মোল্লাকে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর হাতের উপরের অংশে ও পিঠের দিকে তিনটি গুলি লেগেছে। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। তবে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ডেকে নিয়ে গিয়ে গুলি চালানোর এই ঘটনায় ছড়িয়েছে আতঙ্কও। কিন্তু, হামলার নেপথ্যে কারণ কী? স্থানীয় সূত্রে দাবি, জমি বিক্রির নামে আনসারের এক আত্মীয়কে প্রতারণা করেন অভিযুক্ত। হাতিয়ে নেন মোটা টাকা। এই নিয়ে মধ্যাহ্নে করতে গেলে নূর মহম্মদের আক্রোশের মুখে পড়েন আনসার। এর পরই মঙ্গলবার হামলা হয় আনসারের ওপর। ঘটনার পর থেকে খোঁজ মিলছে না অভিযুক্তের। তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক রহস্য আছে কি তারও তদন্ত চলছে।

রাজ্য শিক্ষাঙ্গনের বেহাল চলচিত্রে আতঙ্কিত অভিভাবকরা

পড়ুয়া মাত্র একজন, তারই পথ চেয়ে বসে থাকেন ২ শিক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা : স্কুলের পড়ুয়া কমতে কমতে এসে ঠেকেছে মাত্র একজনে। শিক্ষক ২ জন। তারা সারাদিন হাপিতোস করে বসে থাকেন, কখন আসবে ওই পড়ুয়া। এমনই করুণ দশা দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার দক্ষিণ সেওরলায়। ২০১১ সালে সেওরদা প্রাইমারি স্কুলের পাশেই তৈরি হয়েছিল জুনিয়র হাইস্কুল। প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত ক্লাস শুরু হয়েছিল। প্রথমদিকে এলাকার অভিভাবকরা উৎসাহ দেখালেও ধীরে ধীরে সেই উৎসাহ কমতে থাকে। ফাঁকা হতে থাকে স্কুলের ক্লাস। এখন খাড়ায় কলমে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ৫ জন। কিন্তু বাস্তবে স্কুলে

আসে মাত্র এক ছাত্রী। তার পথ চেয়ে বসে থাকেন স্কুলের ২ শিক্ষক।

কোভিড পরিস্থিতিতে স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ থাকায় তা পুরোপুরি ফল ভোগ করতে হচ্ছে এই স্কুলকে। এর ফলে ছাত্রছাত্রী না থাকলেও দুই শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে আসেন। এই গ্রামের শিক্ষার মান উন্নতি করতে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ও রাজ্য সরকারের শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য প্রাইমারি থেকে জুনিয়র হাই স্কুল তৈরি করা হয়। এখন গ্রামের অধিকাংশ ছেলে মেয়েরা প্রাইমারি পাস করার পর অনান্য ইচ্ছলে ভর্তি করলেও এই জুনিয়র হাইস্কুলে ভর্তি হয় না। মূলত শিক্ষকের অভাবে

তাই। ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। পাকা বাড়ি, ইলেকট্রিক, শৌচালয়–সহ স্কুলের পরিকাঠামোর দিক থেকে কোন খামতি না থাকলেও ছাত্র ছাত্রীর অভাবে স্কুল যে বন্ধ হতে বসেছে।

বর্তমানে এক ছাত্রীকে নিয়েই ২ শিক্ষক ক্লাস চালিয়ে যান নিয়মিত। এদের একজন অকের শিক্ষক এবং অন্যজন ইংরেজি। গ্রামবাসীদের ও শিক্ষকদের আশা এই স্কুলটি আগের মতন ফিরবে। কিন্তু কীভাবে? সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ২০ জনের নিচে ছাত্রছাত্রী থাকলে সেই সব স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আশঙ্কিত গ্রামবাসীরা।

মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মুহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

কুয়ালালামপুর, ১০ মার্চ : মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মুহিউদ্দিন ইয়াসিনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, মুহিউদ্দিন ইয়াসিন তাঁর সরকারের চালু করা করোনা–পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রকল্পের অর্থের অপব্যবহার করেছেন। তিনি ঘুষ নিয়েছেন এবং মানি লন্ডারিং করেছেন।শুক্রবার মুহিউদ্দিন ইয়াসিনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার জিজ্ঞাসাবাদের পর মুহিউদ্দিন ইয়াসিনকে গ্রেপ্তার করে মালয়েশিয়ান আন্টিকরাপশন কমিশন (এমএসিসি)।

মুহিউদ্দিন ইয়াসিন মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় সাবেক সরকারপ্রধান, যাঁর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। এর আগে রাষ্ট্রীয় তহবিল ওয়ানএমডিবির অর্থ কেলেঙ্কারিতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ১২ বছরের কারাদণ্ড ভোগ



মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মুহিউদ্দিন ইয়াসিন।

করছেন দেশটির প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক। ২০২০–২১ সালে ১৭ মাস মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মুহিউদ্দিন ইয়াসিন।

ওই সময় করোনার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল তাঁর সরকারকে। করোনা–পরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়। সেই তহবিলের অর্থ নিয়ে এখন আইনি ঝামেলায় জড়িয়েছেন মুহিউদ্দিন ইয়াসিন।

গত নভেম্বরে মালয়েশিয়ার সাধারণ নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার

ইব্রাহিমের কাছে হেরে যান মুহিউদ্দিন ইয়াসিন।

এর পর থেকে মুহিউদ্দিন ইয়াসিন ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত চলছে। ৭৫ বছর বয়সী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মুহিউদ্দিন ইয়াসিনের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের চারটি পৃথক অভিযোগ আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, মুহিউদ্দিন ইয়াসিন বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে তাঁর রাজনৈতিক দলের জন্য পাঁচ কোটি ডলারের বেশি ঘুষ নিয়েছিলেন। এ জন্য নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন তিনি।

পরে এসব কোম্পানিকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় কাজ দেওয়া হয়।

এখন চারটি অভিযোগের একটি প্রমাণিত হলেও ২০ বছরের বেশি সময় কারাগারে কাটাতে হতে পারে মুহিউদ্দিন ইয়াসিনকে।

এ ছাড়া মালয়েশিয়ার বর্ষীয়ান রাজনীতিক মুহিউদ্দিন ইয়াসিনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের দুটি অভিযোগ আনা হয়েছে।

বলা হয়েছে, তিনি তাঁর রাজনৈতিক দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সাড়ে ১৯ কোটি রিঙ্গিত (স্থানীয় মুদ্রা) সরিয়ে নিয়েছেন। এসব অভিযোগ প্রমাণিত হলে মুহিউদ্দিনকে ১৫ বছরের বেশি সময় কারাভোগ করতে হতে পারে। আগামী সোমবার মুহিউদ্দিন ইয়াসিনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের আরেকটি অভিযোগ আনা হতে পারে।

এদিকে আল–জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়ার পর মুহিউদ্দিন ইয়াসিনকে ২০ লাখ রিঙ্গিত জামানতের বিনিময়ে জামিন দিয়েছেন আদালত।

তবে তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখতে বলা হয়েছে।যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন মুহিউদ্দিন ইয়াসিন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ক্ষমতায় থাকার সময় একটি ডলারের বেআইনি ব্যবহার হয়নি। মূলত রাজনৈতিক প্রতিহিংসা হিসেবে এসব অভিযোগ আনা হয়েছে।

নেপালের নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন রামচন্দ্র পৌড়েল



নেপালের নতুন প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌড়েল।

ফাইল ফটো : রয়টার্স

কাঠমান্ডু, ১০ মার্চ : নেপালের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন রামচন্দ্র পৌড়েল। তিনি ৬৩ হাজার ৮০০ ভোটের পাশাপাশি ২টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সুভাষচন্দ্রা লেমবার্গ পেয়েছেন। ১৫ হাজার ৫০০ ভোট ও ১৮ ইলেকটোরাল ভোট। নেপালের নির্বাচন কমিশন এ তথ্য দিয়েছেন। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর পার্লামেন্ট ভবনে গতকাল বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে লড়াই ছিল মূলত দুটি রাজনৈতিক দলের। নেপালি কংগ্রেস নেতা রামচন্দ্র পৌড়েল এবং সিপিএনের (ইউএমএল) ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষচন্দ্রা লেমবার্গ প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ফেভারেল পার্লামেন্টের ৩১৬ জন সদস্য ভোটে অংশ নিয়েছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট বাছাই করার জন্য প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলি থেকে ৫১৮ জন সদস্যও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি এবং প্রাদেশিক বিধানসভা–সব মিলিয়ে ৫২ হাজার ৭৮৬ সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন।

হামবুর্গে গির্জায় বন্দুক হামলায় নিহত ৭, সতর্কতা জারি

বার্লিন, ১০ মার্চ : জার্মানির উত্তরাঞ্চলের হামবুর্গ শহরে একটি গির্জায় বন্দুক হামলার ঘটনায় নিহত ৭। হামবুর্গ পুলিশের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা না হলেও স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো নিহত মানুষের এই সংখ্যা জানিয়েছে। তবে জার্মান পুলিশ জানিয়েছে, নিহত বাড়িদের মধ্যে হামলাকারীও রয়েছে।

ওই এলাকাকে চরম বিপজ্জনক ঘোষণা করে স্থানীয় বাসিন্দাদের চলাচলে সতর্ক করা হয়েছে। হামবুর্গ পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার হামবুর্গ শহরের গ্রোস বরস্টে ডিস্ট্রিক্টে ডিয়েবুগা নামক সড়কে অবস্থিত জাহোভা উইটনেস সেন্টারে বন্দুক হামলার এ ঘটনা ঘটে।এ হামলার ঘটনায় আরও


 জার্মানির হামবুর্গ শহরে গির্জায় বন্দুক হামলার পর ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। ফটো : এএফপি

অন্তত আটজন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, এই হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি।বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয় প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে পুলিশ। এর মধ্যে কাউকে

অ্যাথুলসেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হামলার পর গির্জার চারপাশ ঘিরে ফেলে নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা। জোরদার করা হয় নিরাপত্তা। ওই এলাকাকে চরম বিপজ্জনক ঘোষণা করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘরে থাকতে এবং ওই এলাকায় চলাচল এািয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আফগানিস্তানে আত্মঘাতী হামলায় প্রাদেশিক গভর্নর নিহত

কাবুল, ১০ মার্চ : আফগানিস্তানে একটি আত্মঘাতী হামলায় দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ বালখের গভর্নর মোহাম্মদ দাউদ মুজাম্মিল নিহত হয়েছেন। এ হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)।

বৃহস্পতিবার প্রাদেশিক রাজধানী মাজার–ই–শরীফে গভর্নর দাউদ মুজাম্মিলের কার্যালয়ে আত্মঘাতী এই হামলার ঘটনা ঘটে।২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয় তালিবান। এর পর থেকে দেশটিতে সহিংসতা কমতে থাকে।

তবে তালিবান বা তালিবান সমর্থক ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে আইএস হামলা বাড়াতে শুরু করে। ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর হামলায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে

দাউদ ছিলেন সবচেয়ে শীর্ষ নেতা। আত্মঘাতী এক হামলায় নিজ কার্যালয়ে গভর্নর দাউদের নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তালিবানের মুখপাত্র ও আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন এই গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতা জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ। টুইটারে তিনি বলেন, ইসলামের শত্রুদের দ্বারা এক আত্মঘাতী বিস্ফোরণে বালখের গভর্নর দাউদ মুজাম্মিল শহীদ হয়েছেন।

তালিবান ক্ষমতায় আসার পর দাউদ মুজাম্মিলকে প্রথমে পূর্বাঞ্চলীয় নানগারহার প্রদেশের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন তালিবানের শীর্ষ নেতৃত্ব। পরে গত বছর অক্টোবরে তাঁকে বালখের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। নানগারহারের গভর্ন থাকার সময় তিনি তালিবানের আইএসবিরোধী লড়াইয়ের নেতৃত্বে ছিলেন। বালখের

প্রাদেশিক পুলিশের মুখপাত্র মোহাম্মদ আসিফ ওয়াজিরি বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে গভর্নর কার্যালয়ে আত্মঘাতী এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিস্ফোরণে আহত খাইরুদ্দিন নামের এক ব্যক্তি বলেন, বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হলে আমি মেঝেতে পড়ে যাই। বিস্ফোরণে তাঁর এক বন্ধুর হাত বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

হামলার কয়েক ঘণ্টা পর আইএসের পক্ষ থেকে হামলার দায় স্বীকার করা হয়। জঙ্গিগোষ্ঠীটি জানায়, তাদের একজন যোদ্ধা এদিন সকালে বালখের গভর্নরের কার্যালয়ে প্রবেশ করেন।

এরপর তিনি তাঁর শরীরে বেঁধে রাখা বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটান। বিস্ফোরণে সেখানকার কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীও নিহত হয়েছেন।

অভিনব কায়দায় সমাবর্তন উদ্যাপন চিনা ছাত্রীর

বেজিং, ১০ মার্চ : সমাবর্তন যেকোনো শিক্ষার্থীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। প্রত্যেক শিক্ষার্থীই নিজস্ব ঢংয়ে সমাবর্তন উদ্যাপন করে।

এক চিনা ছাত্রীর অভিনব কায়দায় সমাবর্তন উদ্যাপনের ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে (ভাইরাল) পড়েছে। এই ভিডিও দেখে মুগ্ধ লোকজন নানা প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। ২৪ বছর বয়সী এই চিনা ছাত্রীর নাম চেন ইয়িং। তাঁর বাড়ি বেইজিংয়ে। যুক্তরাজ্যের রোহাম্পস্টন

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন তিনি। গত জানুয়ারি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন হয়। এই সমাবর্তনে তিনি অংশ নেন। সমাবর্তন উদ্যাপনে চেন বিশেষ ধরনের শারীরিক কসরত (সাইড ফ্লিপ) করেন। তিনি লাফিয়ে উঠে শূন্যে থাকা অবস্থায় পুরো শরীর একবার ঘুরিয়ে আনেন। তাঁর এই কসরতের ভিডিও অনলাইনে লাখো মানুষ দেখেছেন। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, চেন জানিয়েছেন, তিনি

সমাবর্তনে অংশ নেওয়ার উত্তেজনা থেকেই কসরতটি করেছিলেন।

তাঁর কসরত দেখে লোকজন যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন, তাতে তিনি অভিভূত। বিভিন্ন লোকজন অনলাইনে চেনের কসরতের প্রশংসা করছেন।

একজন লিখেছেন, চেন দারুণ স্টাইল ও ক্যারিশমা দেখিয়েছেন। তিনি যে তারুণ্যের চেতনায় পরিপূর্ণ, তারই প্রতিফলন এই কসরত।


 সমাবর্তন উদ্যাপনে চেন ইয়িং বিশেষ ধরনের শারীরিক কসরত করেন। ফটো : ভিডিও থেকে নেওয়া

উদ্ধার পেতে ড্রোনের সঙ্গে ওড়ালেন মোবাইল

ওয়াশিংটন, ১০ মার্চ : দুর্গম এলাকায় তুষারঢাকা রাস্তায় আটকে পড়েছিলেন এক মার্কিন মোটরচালক। চারপাশ সুনসান। কেউ যে তাঁকে রক্ষা করবে, তেমন কেউ নেই। এমনকি মোবাইলে ফোন করতে গিয়ে দেখেন নেটওয়ার্ক পর্যন্ত নেই। পরে তিনি নিজেকে বাঁচাতে এক অভিনব বুদ্ধি আঁটেন। মোবাইল নেটওয়ার্ না থাকায় তিনি ঠিক কোন জায়গায় আছেন, তা জানিয়ে একজন বিশৃঙ্খ ব্যক্তির উদ্দেশে মোবাইলে খুদে বার্তা টাইপ করেন। এরপর মোবাইলটি ড্রোনে বেঁধে শূন্যে কয়েক শ ফুট ওপরে উড়িয়ে দেন। পরে মোবাইলটি যখন নেটওয়ার্কের ভেতরে ঢোকে তখনই ওই বার্তা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যায়।

ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের অরেগন অঙ্গরাজ্যের। ওই ব্যক্তির উইলামেট ন্যাশনাল ফরেস্টে আটকা পড়েছিলেন। শীতকালে ওই সড়কটি কম ব্যবহার হয়। উদ্ধারকারীরা এই ব্যক্তির যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন। তবে তাঁরা তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেননি। লেন কাউন্টি শেরিফ সার্চ ও রেসকিউর তথ্যমতে, ওই ব্যক্তির মোটরসাইকেল আটকে যাওয়ার


 এভাবে ড্রোনে বাঁধা ছিল ওই ব্যক্তির মোবাইল সেটটি। ফটো : লেন কাউন্টি শেরিফস সার্চ ও রেসকিউ

পর তিনি বুঝতে পারেন সেখানে মোবাইলের নেটওয়ার্ক নেই। তাঁর পরিবার দেশের বাইরে থাকে এবং তিনি এমন কাউকে ঢেনেন না, যেখানে তিনি যেতে পারেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, পরিস্থিতি যা–ই হোক না কেন, আটকে পড়া ওই ব্যক্তি স্মার্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রথমত, তিনি গাড়িতেই অবস্থান করেছেন। লেন কাউন্টি শেরিফ সার্চ ও রেসকিউ জানায়, অরেগনে কেউ গাড়িতে আটকে পড়ে অপেক্ষা করলে তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায় ও উদ্ধার হয়। খুব কমই এমন ব্যক্তিদের মৃত্যু হতে দেখা যায়। তবে দুর্ভাগ্যবশত একটি যাঁরা অপেক্ষা না করে হাঁটতে থাকেন, তাঁদের বেশির ভাগেরই মৃত্যু হয়।ড্রোনের সঙ্গে বাঁধা ফোনটি উঁচুতে ওঠার পর ফোনটি একটি টাওয়ারের সঙ্গে সংযোগ

পায় এবং সাহায্যের জন্য বার্তা পাঠায়। উদ্ধারকারীরা যখন তাঁকে উদ্ধার করেন, তখন আরেকজন মোটরসাইকেল আরোহীকেও উদ্ধার করেন। দ্বিতীয় এই ব্যক্তি কয়েক দিন ধরে তুষারে আটকা পড়েছিলেন। কর্মকর্তারা এই ব্যক্তির বুদ্ধিতে খুশি হলেও লোকজনকে শীতকালীন ভ্রমণের সতর্কতা মেনে চলার পরামর্শ দেন। কোথাও যাওয়ার আগে ঠিক কোথায় যাচ্ছেন এবং কবে নাগাদ ফিরে আসবেন, তা একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে জানিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। অনুসন্ধান এবং উদ্ধারকারী দল পরামর্শ দিয়েছে, আপনি রাস্তার একটি নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে যেতে পারবেন কি না, তা নিজেকে জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে, নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন আমি যদি আটকে যাই, তাহলে কী হবে?

মাটি খুঁড়ে মিলল হাজার বছরের পুরোনো সোনার গয়না–মুদ্রা

আমস্টারডাম, ১০ মার্চ : লরেনজো রুইজটারের বয়স ২৭ বছর। বাড়ি নেদারল্যান্ডসে। বয়স যখন ১০ বছর তখন থেকে গুপ্তধনের সন্ধান করছেন লরেনজো। ২০২১ সালে দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় ছোট শহর হুগউডে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। ডাচ্ ন্যাশনাল মিউজিয়াম অ্যান্টিকুইটিজ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, ডাচ্ ইতিহাসবিদ লরেনজোর খুঁজে পাওয়া মধ্যযুগীয় এসব নিদর্শন হাজার বছরের বেশি পুরোনো। প্রাচীন নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে–৪টি সোনার কানের দুল, ২টি সোনার


 নেদারল্যান্ডসের উত্তরাঞ্চলীয় ছোট শহর হুগউডে সন্ধান পাওয়া প্রাচীন নিদর্শন। ফটো : রয়টার্স

পাতা ও ৩৯টি রূপার মুদ্রা। সংবাদ মাধ্যমকে লরেনজো বলেন, এমন মূল্যবান জিনিস আবিষ্কার করাটা আমার কাছে

বিশেষ ঘটনা। আমি এটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমি কখনোই আশা করিনি, এমন কিছু খুঁজে পাব। প্রায় দুই বছর

ধরে এ রকম একটি ঘটনা গোপন রাখা অনেক কঠিন ছিল বলেও জানান লরেনজো। লরেনজোর আবিষ্কার করা নিদর্শনগুলো এত দিন ধরে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছে ডাচ্ ন্যাশনাল মিউজিয়াম অ্যান্টিকুইটিজ কর্তৃপক্ষ।

এরপর জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মাটি খুঁড়ে সন্ধান পাওয়া মুদ্রাগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে কম পুরোনো, সেটিও প্রায় ১ হাজার ২৫০ বছর আগের। এ ছাড়া সন্ধান পাওয়া অলংকারগুলো ওই সময়ই দুই শতকের পুরোনো ছিল বলে জানিয়েছে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ। মধ্যযুগের দামি এসব অলংকার

নেদারল্যান্ডসে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত বিরল ঘটনা।

১৩ শতকের মাঝামাঝি সময় ওয়েস্ট ফ্রাইসল্যান্ড ও হল্যান্ডের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়েছিল। হুগউড ছিল ওই যুদ্ধের মূল কেন্দ্র। ইতিহাসবিদদের ধারণা, ওই যুদ্ধের সময় কেউ হয়তো এসব মূল্যবান জিনিস রক্ষা করার জন্য মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিলেন।

পরবর্তী সময় শতকের পর শতক ধরে তা সেভাবেই রয়ে গিয়েছিল। এখন ডাচ্ ন্যাশনাল মিউজিয়াম অ্যান্টিকুইটিজে এসব প্রাচীন নিদর্শন প্রদর্শন করা হবে।

মেসিকে আক্রমণ পিএসজি প্রাক্তনীর

প্যারিস, ১০ মার্চ : বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে গিয়েছে পিএসজি। লিওনেল মেসিকে নিশ্চরভ দেখিয়েছে সেই ম্যাচে। প্যারিস সাঁ জাঁ ছিটকে যাওয়ার পরে প্রবল ভাবে সমালোচিত হয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। প্যারিস সাঁ জাঁ-র প্রাক্তন ফুটবলার জেরেম রথেন মেসির সমালোচনা করে বলেছেন, আসল সময়ে মেসির সাহায্য পাওয়া যায় না। মেসি কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

রথেনের তীব্র সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত মেসি। রথেন বলছেন, মেসি, আমরা এটা চাই না। এই ক্লাবের সঙ্গে জড়াতো চায় না মেসি। ও বলেছে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এটা কি তার নমন্যু? অর্জার্স এবং ক্লেরমন্টের বিরুদ্ধে এই বছরে ১৮টি গোল এবং ১৬টি অ্যাসিস্ট করেছে। কিন্তু যখন দরকার, সেই সব ম্যাচে তোমাকে খুঁজে পাওয়া যায় না মেসি।

কাতার বিশ্বকাপের প্রসঙ্গ



উত্থাপন করেছেন প্যারিস সাঁ জাঁ-র প্রাক্তন ফুটবলার রথেন। তিনি বলছেন, বিশ্বকাপে মেসির খেলা আমরা সবাই দেখেছি। প্রতিটি মুভমেন্ট কাটাছঁড়ো করেছি। দেখেছি দলের সঙ্গে ও কীভাবে জড়িয়ে পড়েছে। জাতীয় দলের হয়ে খেলা এক জিনিস, সেটা আমি জানি। কিন্তু ক্লাবকেও একটু সম্মান করা। তোমার স্ট্যাটাস, বেতন সবই মেটায় ক্লাব। পিএসজি তোমার পায়ে সব সর্মগণ করেছে। কারণ পিএসজি ধরেই নিয়েছিল, মেসিই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এনে দেবে। বিরাট ধাক্কা খায়

প্যারিসের ক্লাবটি।

২০২২-২৩ মরশুমে

মেসির ক্রমাগত সমালোচনা করে চলেছেন রথেন। তিনি আরও বলেন, যখন আমি মেসির সমালোচনা করেছিলাম, সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। এমনকী আর্জেন্টিনাতেও আমার সমালোচনা হয়। এই ম্যাচের পরে আমি অপেক্ষায় রয়েছি। আমাকে বোঝাতে হবে মেসি কেন ভাল। এরপরেও যদি শুনি মেসির চুক্তি বাড়ানো হচ্ছে, তাহলে আমি আর প্রাক্‌ দেস প্রিন্সেসে যাব না।

মেসি নয়, রোনাল্ডোকে বেশি গুরুত্ব মুলারের

মিউনিখ, ১০ মার্চ : ফুটবল ইজ এ টিমগেম! প্রাচীন প্রবাদ ফের সত্যি প্রমাণ করে দিল বায়ার্ন মিউনিখ। মেসি, এমবাপে, র্যামোস, হাকিমিদের মতো তারকাখচিত দল প্যারিস সাঁ জাঁ। সেই দলকে একপ্রকার গুঁড়িয়ে দিয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল জার্মান চ্যাম্পিয়নরা।

দুই পর্বের ম্যাচের প্রথম পর্বে ১-০ গোলে এগিয়েই ছিল বায়ার্ন। শেষ আর্টে যেতে হলে বুধবার রাতে অন্তত ২-০ গোলে জিততে হত মেসিদের। খেলার ফল সেই ২-০ হল। কিন্তু সেটা বায়ার্নের পক্ষে।

এদিন বায়ার্নের হয়ে গোল করে ম্যাক্সিম কোপো-মোটিং, যিনি কিনা একটা সময় পিএসজিতেই খেলতেন। অপর গোলটি করেন তরুণ তারকা ন্যারি। মেসিরা দুই পর্ব মিলিয়ে ১৮০ মিনিটে বায়ার্নের বিরুদ্ধে একটা গোলও করতে পারেননি।

আর ম্যাচ হারের পরে মেসিকে খোঁচা দিলেন বায়ার্ন মিউনিখের তারকা প্লেয়ার টমাস মুলার। এর আগে ২০২০ সালে বার্সেলোনাকে ২-৮ গোলে দুরমুশ করেছিল বায়ার্ন মিউনিখ। মুলার বলছেন, বিপক্ষ দলে মেসি থাকলে যে কোনও পর্যায়ে ফলাফল সব সময়ে ভাল হয়। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো যখন রিয়াল মাদ্রিদে ছিল সেই সময়ে আমাদের সমস্যা়া পড়তে হত। কিন্তু মেসির বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সকে আমি শ্রদ্ধা করি।



বিশ্বকাপে মেসির ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স দুর্দান্ত ছিল। একাই গোটা দলকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। পিএসজি-র ক্ষেত্রে সেই একই পারফরম্যান্স তুলে ধরা কঠিন। ২০০৯ সালে মেসি হারিয়েছিলেন বায়ার্নকে। সেই সময়ে আর্জেন্টাইন তারকাছিলেন বার্সেলোনায়। ম্যাচটা বার্সা জিতেছিল ৪-০ গোলে। কিন্তু ২০১২-১৩ মরশুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন এগ্রিগেটে ৭-০ গোলে হারিয়েছিল বার্সেলোনাকে। ৮-২ গোলের লজ্জাজনক সেই হারও রয়েছে। বিশ্বকাপেও জার্মানির কাছে হারতে হয়েছে মেসির আর্জেন্টিনাকে। সেই কারণেই হয়তো মুলার বলছেন, মেসি বিপক্ষ দলে থাকলে আমাদের সেরাটা বের হয়।

রানের পাহাড়ে অস্ট্রেলিয়া, আহমেদাবাদ টেস্ট চাপে ভারত

অস্ট্রেলিয়া : ৪৮০/১০ (খোয়াজা-১৮০, গ্রিন-১১৪, অশ্বিন-৯১/৬)

ভারত : ৩৬/০

দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারত পিছিয়ে ৪৪৪ রানে

আমেদাবাদ, ১০ মার্চ : চলতি বর্ডার-গাভাসকর সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে পিচ নিয়ে নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ভারতীয় পিচ কিউরেকটকে একহাত নিতেও ছাড়েনি অজি টিম ম্যানেজমেন্ট। তৃতীয় টেস্টেও ছবিটা তেমন পালটায়নি। কিন্তু আহমেদাবাদে আক্ষরিক অর্থেই ফিরেছে টেস্ট ক্রিকেট। যেখানে প্রায় ৫০০ রানের কাছে পৌঁছে গেল আজিহাবাহিনী। স্বাভাবিক ভাবেই পাহাড় প্রমাণ রানের চাপ ঘাড়ে নিয়ে ব্যাট করতে নামা রোহিত শর্মা মানসিকভাবে খানিকটা বিধ্বস্তই থাকবেন, তা বলাই বাহুল্য। যদিও দ্বিতীয় দিনের শেষে কোনও উইকেট হারায়নি টিম ইন্ডিয়া। সকাল থেকে উইকেটের খোঁজে হাছতাশ করলেন মহম্মদ শামিরা। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া টেস্টের দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনে কোনও উইকেটেই নিতে পারলেন না তাঁরা। অন্যায়সে রান করে গেলেন উসমান খোয়াজা এবং ক্যামেরন গ্রিন। দিনের শেষ অস্ট্রেলিয়া থামল ৪৮০ রানে। ব্যাট করতে নেমে ভারত কোনও উইকেট না হারিয়ে তুলল ৩৬ রান। ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। আমদাবাদে এই ম্যাচ জিতলে বিশ্ব টেস্ট



চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যেতে পারবে ভারত। এমন অবস্থায় টেস্টের প্রথম দিনে টস জিতে দাপট দেখান খোয়াজারা। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার শতরান করেছিলেন প্রথম দিনে। দ্বিতীয় তিনি থামলেন ১৮০ রানে। প্রথম দিনের শেষে বলেছিলেন যে, তিনি স্পিন খেলতে পারেন না বলে ভারতের মাটিতে খেলতে নেওয়া হত না তাঁকে। জল বইতে হত। টানা দু'দিন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর পটেলদের সামলে ১৮০ রানের ইনিংস খেলার পর সেই দুর্দাম তিনি অবশ্যই মুছে দিয়েছেন। কিন্তু উইকেট দিলেন সেই এক স্পিনারকেই। অক্ষরের বল পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাটটা নামাতে দেরি করেন। দীর্ঘ সময় ব্যাট করার ক্লান্তির কারণেই হয়তো

এমনটা হল। আলসেমির জন্য উইকেট দিলেন তিনি। ভারতের মাটিতে ২০০ রানের গণ্ডিটা টপকানো হল না খোয়াজার।

৪২২ বল খেলে ১৮০ রান করা খোয়াজাকে সঙ্গ দিলেন ক্যামেরন গ্রিন। ১৭০ বলে ১১৪ রান করেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার। ৬ ফুট ৬ ইঞ্চির গ্রিনও আমদাবাদে পিচে স্পিন সামলালেন। প্রথম সেশনে কোনও রকম ভাবেই খোয়াজাদের ঘাড়ে চাপতে পারলেন না শামিরা। দ্বিতীয় সেশনে ভারতকে প্রথম আশার আলো দেখান অভিজ্ঞ অশ্বিন।

এ দিন তিনি ভারতীয়দের মধ্যে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে সব থেকে বেশি উইকেটের মালিক হলেন। দ্বিতীয় সেশনে এক ওভারে গ্রিন এবং অ্যালেক্স

ক্যারিকে ফিরিয়ে দেন অশ্বিন। যদিও সেই উইকেটগুলিতে বোলারের কৃতিত্বের থেকে বেশি দোষ ব্যাটারের। গ্রিন লেগ স্টাম্পের বাইরের বলে সুইপ করতে গিয়ে গ্লান্ডসে বল লাগিয়ে ক্যাচ দিলেন উইকেটরক্ষক শ্রীকার ভরতকে। ক্যারি হঠাৎ নেমেই ব্যাট চালাতে গিয়ে উইকেট দেন। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং অর্ডারের লেজ তখন ভারতের নাগালের মধ্যে। কিন্তু সেই লেজকে ফেরাতেও খরচ হয়ে গেল অনেকগুলি রান। শেষ চার উইকেটে ১০২ রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। নাথান লায়ন করেন ৩৪ এবং টড মারফি করেন ৪১ রান। তাঁদের দু'জনকেই ফেরান অশ্বিন। প্রথম দিনে ট্রেন্ডিস হেডের উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় দিনে নিলেন আরও পাঁচ উইকেট। নাগপুর, দিল্লি এবং ইনদোরের

থেকে আমদাবাদের পিচ অনেকটাই আলাদা। প্রথম দিন থেকে বল ঘোরেনি। ব্যাটারদের কাছে অনেকটা সহজ এই পিচে খেলা। নিজেরা ভুল না করলে উইকেট হারানো কঠিন হচ্ছে। এমন পিচেও অশ্বিনের ৬ উইকেট নেওয়ার প্রশংসা করেন সৌরভ গাঙ্গোপাধ্যায়। প্রথম তিন টেস্টে এত কম রানে খেলা হয়েছে যে, ৪৮০ রানকে অনেকটাই বড় মনে হচ্ছে। কিন্তু রোহিত, বিরাট কোহলি, চেতেশ্বর পূজারা সমৃদ্ধ ভারতীয় ব্যাটিং যদি নিজদের ক্ষমতা অনুযায়ী খেলতে পারে তা হলে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের কপালে দুঃখ রয়েছে।

গোটা সিরিজে একটি জয়গায় চিত্তা রয়েছে গিগে ভারতের। সেই চিত্তা উইকেটরক্ষক ভরতকে নিয়ে। ঋষভ পণ্ড না থাকায় তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এই সিরিজে। বসিয়ে রাখা হয়েছে সাদা বলের ক্রিকেট দাপট দেখানো ঈশান কিশনকে। কিন্তু একের পর এক ম্যাচে ভরত নিয়ম করে ক্যাচ ফেললেন। সহজ থেকে সহজতম ক্যাচ পড়ল তাঁর হাত থেকে। অস্ট্রেলিয়ার শেষ উইকেটটির ক্ষেত্রেও তিনি ফসকেছিলেন। ভাগ্যিস তাঁর পায়ে লেগে বলটি উঠেছিল তাই পিছনে স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা বিরাট সেই ক্যাচ ধরে ফেলেন। ব্যাট হাতেও ভরত সে ভাবে নজর কাতে পারেননি। আগামী দিনে তাঁকে আর সুযোগ দেওয়া হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলবে ভারত-অস্ট্রেলিয়াই, দাবি মঞ্জুরেকরের

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : বৃহস্পতিবার বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির চতুর্থ এবং শেষ টেস্ট শুরু হওয়ার আগেই ভারতের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান সঞ্জয় মঞ্জুরেকার দাবি করেছেন যে, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পট্টে গিয়েছে ভারত। আর প্রাক্তন ক্রিকেটারের এ হেন মন্তব্য তোলপাড় বিশ্ব ক্রিকেট। টানা দ্বিতীয় বার আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতকে খেলতে হলে, অধিনায়ক রোহিত শর্মার নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়াকে আমদাবাদে হারাতেই হবে। সেই অঙ্গের হিসেবেই ভারত পট্টেহতে পারবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। প্রসঙ্গত, অজিরা ইন্ডোর টেস্টে ভারতকে ৯ উইকেটে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করে ফেলেছে। তাদের মুখোমুখি হবে হয় ভারত, নয়তো শ্রীলঙ্কা।

শ্রীলঙ্কা চলতি দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করতে ব্যর্থ হলে, সে ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে ভারত ড্র করলেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পট্টে যাবে। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার মঞ্জুরেকার দাবি করেছেন যে, দুই টেস্টের সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে হারানোর ক্ষমতা শ্রীলঙ্কার নেই। মঞ্জুরেকর স্টার স্পোর্টসকে বলেছেন, ভারত বিশ্ব টেস্ট

চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের সামনে দাঁড়িয়ে। আমি তো বলব ভারত ফাইনালে পট্টে গিয়েছে। কারণ, নিউজিল্যান্ডকে হারানোর ক্ষমতা শ্রীলঙ্কার নেই। আমি বিশ্বাস করি, ভারত ফাইনালে উঠে গিয়েছে। খালি আনুষ্ঠানিক ভাবে ওঠা বাকি রয়েছে। অবশ্য সিরিজের ভাগ্যও এই টেস্টের উপরে নির্ভর করছে। আগের টেস্ট জিতে অস্ট্রেলিয়ার আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে। তাই কিছুটা হলেও চিত্তা থাকবে রোহিতদের। এই টেস্ট জেতার মরিয়া চেষ্টা করবে ওরা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার পথে ভারতের বাধা হতে পারে একমাত্র শ্রীলঙ্কা। ভারত যদি আমদাবাদে হারে বা ড্র করে, অন্য দিকে শ্রীলঙ্কা যদি নিউজিল্যান্ডকে তাদের মাটিতেই ২-০ হারায়, তা হলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলবে শ্রীলঙ্কা। বৃহস্পতিবার থেকে শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট শুরু হয়েছে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার পক্ষে নিউজিল্যান্ডকে তাদের মাটিতে হারানো সম্ভব নয় বলেই মনে করেছেন মঞ্জুরেকর। ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে প্রথম টেস্টে দিমুথ করুণারত্নের দল প্রথম দিনের শেষে ভালো জায়গায় রয়েছে। কুশল মেন্ডিস ৮৩ বলে ৮৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছে। এ দিকে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সিরিজ নির্ধারক ম্যাচে অজি ওপেনার উসমান খোয়াজার দুরন্ত সঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন।

দিল্লিকে হারিয়ে শীর্ষে হরমনরা

মুম্বাই, ১০ মার্চ : মেয়েদের আইপিএলে টানা তৃতীয় জয় পেল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। বৃহস্পতিবার দিল্লি ক্যাপিটালসকে



৮ উইকেটে হারিয়ে ডব্লিউএলের শীর্ষে উঠে এলেন হরমনপ্রীত কৌররা। এদিন প্রথমে ব্যাট করে ১৮ ওভারে মাত্র ১০৫ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল দিল্লির ইংনিস। জবাবে ১৫ ওভারে ২ উইকেটে ১০৯ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় মুম্বাই। রান তা। করতে নেমে দারুণ ব্যাট করলেন মুম্বাইয়ের দুই ওপেনার যন্তিকা ভাটিয়া (৩২ বলে ৪১) ও হেইলে মাথুজ (৩১ বলে ৩২)। তাঁরা আউট হওয়ার পর বাকি কাজটা করেন ন্যাট শিভার (১৯ বলে অপরাজিত ২৩) ও হরমন (৮ বলে অপরাজিত ১১)।

এদিন শুকুটা একেবারেই ভাল হয়নি দিল্লির। স্কোরবোর্ডে ৩১ রান যোগ করতে না করতাই তিন উইকেট পড়ে গিয়েছিল। বিপর্যয়ের মুখে একাই লড়াই করেন অধিনায়ক মেগ ল্যানিং। তিনি ৪১ বলে ৪৩ রান করেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য জেমাইমা রডরিগেজের ১৮ বলে ২৫ রান। এই ম্যাচেও নজর কাড়লেন বাংলার মেয়ে তথা মুম্বাইয়ের বাঁ হাতি স্পিনার সাইকা ইশাক। তিনি ১৩ রানে ৩ উইকেট নেন। এছাড়া তিনটি করে উইকেট নেন ইসি ওয়াং ও মাথুজ।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্বপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, রাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, রাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৬৫-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৬৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66

Printed and Published by Swapan Banerjee on behalf of Communist Party of India, West Bengal State Council from 30/6, Jhowtala Road, Kolkata-700017 and printed at S.S.Enterprise. 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017, Editor : Kalyan Bandyopadhyay, Phone Editing and Reporting : 2265-0756, Press : 2243-4671, Email : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66